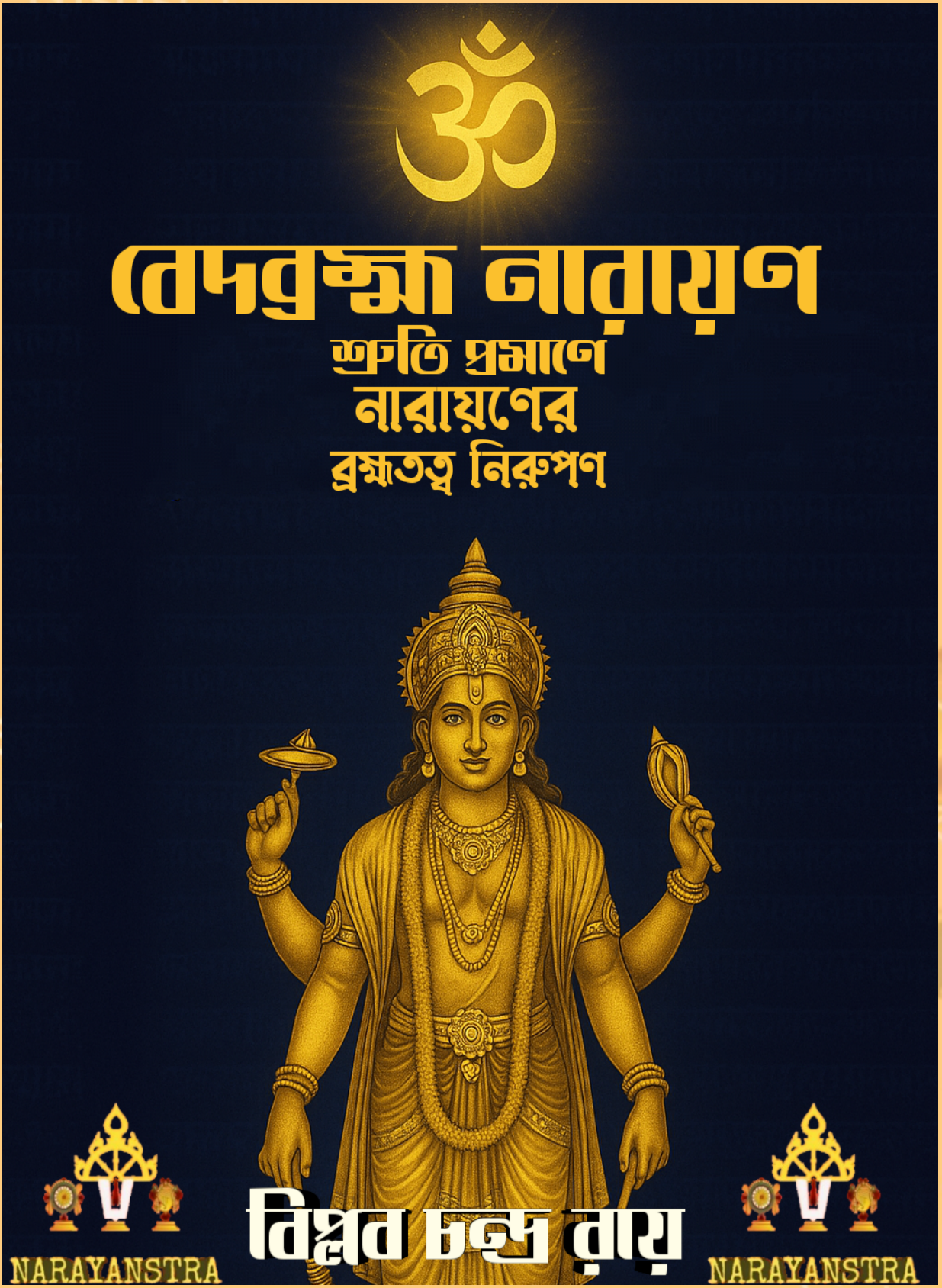
ওঁ
বেদব্রহ্ম নারায়ণ
শ্রুতি প্রমাণে
নারায়ণের
ব্রহ্মতত্ব নিরুপণ
NARAYANSTRA
বিপ্লব চন্দ্র রায়
NARAYANSTRA

জয় শ্রীমন্নারায়ণ

গ্রন্থকার
বিপ্লব চন্দ্র রায়

সূচিপত্র

১। নারায়ণের পারমত্ব নিয়ে শ্রুতিবচণ----------১০

(ব্রহ্মতত্ব নিরুপণ)

২। নারায়ণের নিত্যরুপ সম্পর্কে শ্রুতিবচণ----------৭৬

৩। নারায়ণের নিত্যধাম সম্পর্কে শ্রুতিবচণ----------৮৬

৪। শ্রুতিতে নারায়ণের জন্ম-মীমাংসা ----------৯৯

৫। নারায়ণের পারমত্ব খণ্ডন করে এরুপ শ্রুতি বাক্যের মীমাংসা ----------১১০

গ্রন্থস্বত্ব এবং প্রচারে - Narayanstra ফেইসবুক পেইজ

প্রকাশ তারিখ - 23.5.2025 (শুক্রবার) একাদশী

ভূমিকা

শ্রুতি শাস্ত্রে যে পরমতত্ত্বের কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে, তিনি ‘নারায়ণ’। বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ—সমগ্র শ্রুতিসাহিত্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের অধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে বিভিন্ন বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে এই শ্রুতি-সিদ্ধ সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নানা সম্প্রদায় ও দর্শনের প্রভাবে মূল বেদবাণীর অন্তর্নিহিত তাত্পর্য বিকৃত হচ্ছে, এবং নারায়ণকে সর্বোচ্চ পরমেশ্বর হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁকে অন্য দেবদেবীদের সমকক্ষ বা অধীন হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চলছে।

এই প্রেক্ষাপটে “বেদব্রহ্ম নারায়ণ” গ্রন্থটি এক সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিনন্দন প্রয়াস—শ্রুতির নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে, পরম ব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগৎসৃষ্টির একমাত্র কারণ এবং সকল জীবের অন্তর্যামী—তিনি কেবল নারায়ণ। এই গ্রন্থে মূলত বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ অংশ থেকে নির্বাচিত শ্লোক ও মন্ত্র সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, নারায়ণই সেই সর্বেশ্বর।

গ্রন্থটিতে কেবল উদ্ধৃতি নয়, বরং প্রতিটি উদ্ধৃতির যথাযথ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, প্রসঙ্গপ্রসূত বিশ্লেষণ এবং প্রাচীন আচার্যদের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি নির্ভরযোগ্য দর্শনভিত্তিক আলোচনাও সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি শুধু তথ্যসংগ্রহ নয়, বরং এক সুসংগঠিত প্রমাণভিত্তিক রচনা যা ভক্ত, গবেষক, ও তত্ত্বান্বেষীদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিতর্ক নয়, বরং শ্রুতির সত্যকে পুনরুদ্ধার এবং পাঠককে সেই চিরন্তন ব্রহ্ম–নারায়ণের শরণে স্থাপন। কারণ, প্রকৃত মুক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন আমরা শাস্ত্রসম্মতভাবে একমাত্র পরমেশ্বরকে চিনে নিই ও তাঁর অভিমুখে ধাবিত হই।

গ্রন্থকার(বিপ্লব চন্দ্র রায়)

লেখকের কথা

অনেকদিন ধরেই আমার মনে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধেছিল—শুধুমাত্র শ্রুতির ভিত্তিতে পরমেশ্বর নারায়ণের ব্রহ্মত্ব নিরূপণ করা। কিন্তু আমি জানতাম, এ পথ সহজ নয়। অন্যান্য শাস্ত্রের (ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি) আশ্রয় না নিয়েই কেবল শ্রুতি থেকে নারায়ণের সর্বোচ্চ পরমত্ব প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। তবু পরম করুণাময় ভগবান নারায়ণের কৃপাশীর্ষে ধারণ করে আমি এই দুরূহ কাজের শুরু করলাম।

প্রথম ধাপে, একশ আটটি উপনিষদ থেকে নারায়ণের ব্রহ্মত্ব ও পারমার্থিক অবস্থান সংক্রান্ত শ্রুতিবচনসমূহ সংগ্রহে মনোযোগ দিলাম। কোথায় কোথায় নারায়ণের পরমত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা আছে, সেগুলো খুঁজে পেতে এক মাসেরও বেশি সময় লেগে গেল। তারপর সেই উদ্ধৃতিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা, বিষয়ভিত্তিক সাজানো, অর্থবোধকভাবে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলা ইত্যাদি কাজ করতে আরও এক মাস চলে যায়।

এরপর শুরু করলাম মূল লেখালেখি। কিন্তু লেখার মাঝপথেই বুঝতে পারলাম, আচার্যদের ভাষ্য ও বিশিষ্ট

গ্রন্থসমূহের সহায়তা ছাড়া এই বিষয়ে নির্ভুল ও সুবিন্যস্তভাবে কিছু বলা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তখন আবার শুরু করলাম আচার্যভাষ্য পাঠ ও গ্রন্থচর্চা। যেগুলো আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করে আবার লেখালেখিতে মন দিলাম।

পরিশেষে, বহুদিনের সাধনা ও গবেষণার ফসল হিসেবে "শ্রুতি থেকে নারায়ণের ব্রহ্মত্ব নিরুপণ" নিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ হলো। এ আমার একান্ত সাধনার ফসল, হৃদয়ের গভীরতম ভক্তির প্রকাশ।

আশা করি, পাঠকবৃন্দ লেখাটি পাঠ করে উপকৃত হবেন এবং ভগবান নারায়ণের শ্রুতিনিরপেক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বের সুষ্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করবেন।

গ্রন্থের কোথাও শাস্ত্র উদ্ধৃতি, বানান কিংবা ভাষার মাধুর্যের ঘাটতি হলে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।

শ্রীপতয়ে নমঃ

যিনি অনন্তকল্যাণ গুণের আকর, যিনি চিৎ অচিৎ আত্মক ব্রহ্ম, নিত্য রুপে যিনি চতুর্ভজ, শুদ্ধস্ফটিক বর্ণ, যিনি সবকিছুর অভ্যন্তরীণ পরমাত্মা, সর্বজ্ঞ, নিত্য, সত্য, পরমানন্দ, যিনি তার নিত্যরুপে নিত্যধাম ত্রিপাদ্বিভূতি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, যিনি একপাদ লীলাবিভূতিতে বিভিন্ন রুপে লীলা করেন, সেই পরমব্রহ্ম, পরমপুরুষ, লক্ষ্মীপতি, আদিনারায়ণকে প্রণাম।

সেই পরমব্রহ্মকে প্রণাম-পূর্বক তার মাহাত্ম্য লিখতে অগ্রসর হচ্ছি।

নারায়ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম। তিনিই নিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবকিছুর সংহারক। তার থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। তিনি চতুর্ভূজ শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারী। তার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। শ্রুতি শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণনা বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করা।

এইযে বিষয়গুলো বললাম, এইসবকিছুই শ্রুতিতে উল্লেখ আছে। শ্রুতিতে আমরা যে ব্রহ্মের উল্লেখ পাই, তিনিই হচ্ছেন নারায়ণ।

এই লেখাতে শ্রুতি শাস্ত্র থেকেই প্রমাণ করা হবে বেদব্রহ্ম

হচ্ছেন একমাত্র পরমব্রহ্ম নারায়ণ এবং তিনি আর কেউ নন; বৈষ্ণবদের আরাধ্য নারায়ণই।

এখন চলুন আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই -

১। নারায়ণের পারমত্ব নিয়ে শ্রুতিবচণ

--- শ্রুতি শাস্ত্রে নারায়ণকেই পরমব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নারায়ণকেই পরমতত্ত্ব বলা হচ্ছে।

ব্রহ্মতত্ব নির্ণয় করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহলে ব্রহ্মতত্ব নির্ণয় করবো কিভাবে? আথর্বণ বা অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্ এর ১-৫ এ বলা হচ্ছে -

"অমিতবেদান্তবেধং ব্রহ্ম "

- অর্থাৎ অসংখ্য বেদান্তদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়।

সুতরাং - বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা অথবা শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রুতিতে পরমতত্ব বা ব্রহ্মতত্ব কাকে বলা হচ্ছে?

- প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে এই ব্রহ্মতত্ব বা পরমতত্ব রহস্য কি।

অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ১-৫ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম দ্বিবিধ-সগুণ ও নির্গুণস্বরূপ। ব্রহ্মের আদি, মধ্য বা অন্ত নাই। এই পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুই ব্রহ্ম, অর্থাৎ সকল বস্তুই অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মে আরোপিত। ব্রহ্ম মায়া ও গুণের অতীত। ব্রহ্ম অনন্ত, অপ্রমেয় ও অখণ্ড পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, পরমানন্দ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ, ব্যাপক, ভেদরহিত ও অপরিচ্ছন্ন। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ ও'স্বপ্রকাশস্বরূপ।

আবার নিরালম্ব উপনিষদে বলা হচ্ছে -

স হোবাচ মহদহংকারপৃথিব্যপ্তেজোবা-ব্যাকাশত্বেন বৃহদ্রূপেণাণ্ডকোশেন কর্মজ্ঞানোর্থরূপতয়া ভাসমানমদ্বিতীয়মখিলোপাধিবিনির্মুক্তং তৎসকল-শক্ত্যুপবৃংহিতমনাদ্যানন্তং শুদ্ধং শিবং শান্তং নির্গুণমিত্যাদিবাচ্যমনির্বাচ্যং চৈতন্যং বহা।

(নিরালম্ব উপনিষদ্ - ৩)

অনুবাদ -

তিনি বলিলেন—মহত্তত্ত্ব, অহংকার, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই সমস্ত উপাদানে গঠিত বৃহৎ

আকারবিশিষ্ট অণ্ডকোষ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) রূপে, কর্ম ও জ্ঞানের আধার রূপে যিনি প্রকাশমান, অথচ এই সমস্ত উপাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, মঙ্গলময়, শান্ত এবং 'নির্গুণ' ইত্যাদি শব্দে যাঁহাকে বর্ণনা করা হয়, এমনকি যিনি সকল বর্ণনাতীত—সেই চৈতন্যই ব্রহ্ম।

ব্যাখ্যা -তিনি মহত্তত্ত্ব থেকে শুরু করে আকাশ পর্যন্ত জড় উপাদানসমূহের মাধ্যমে সৃষ্টি কার্য করেন, কিন্তু নিজে সেগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না। এগুলি তাঁর উপাধি নয় —তিনিই এই উপাধিগুলির নিয়ন্তা, কিন্তু উপাধিত নন। তাই তিনি এই উপাধি মুক্ত।

এরপর "নির্গুণ" শব্দের মানে "জড় গুণ-বর্জিত" অথবা সকল প্রকার খারাপ গুণ বর্জিত।

বৈষ্ণবাচার্যগণ এই নির্গুণ শব্দের অর্থ এইভাবেই উপস্থাপন করেছেন।

" ব্রহ্ম সকল প্রকার খারাপ গুণ বর্জিত, তাই তিনি নির্গুণ "

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদন করতে তার বেদার্থসংগ্রহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন -

"সর্বকল্যাণগুণাকরং পরং ব্রহ্ম "

(বেদার্থসংগ্রহ - ১৯)

অর্থাৎ - ব্রহ্ম হচ্ছেন সকল প্রকার কল্যাণ গুণের আকর।

আবার -

ইত্যাদিভিঃ পদৈঃ প্রতিপাদিতা, তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরনির্দিষ্টাঃ সর্বজ্ঞতা-সর্বশক্তিত্ব-সর্বেশ্বরত্ব সর্বপ্রকারত্ব সমাভ্যধিক নিবৃত্তি - সত্য- কামত্ব-সত্যসংকল্পদ্ব-সর্বাবভাসকত্বাদ্যনবধিকাতিশয়-অসৎখ্যেয়কল্যাণ-গুণগণাঃ, "অপহতপাপ্যা" ইত্যাদ্যনেকবাক্যাবগতনিরস্তনিখিল-দোষতা চ সর্বে তস্মিন্ পক্ষে বিহন্যন্তে।

(বেদার্থসংগ্রহ - ৬)

অর্থাৎ - -এই অবধি শ্রুতি এবং এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতেছেন সমগ্র জগতের নিজ সঙ্কল্পকৃত সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্তা। উক্ত কারণবস্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় প্রকরণগত অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিত্ব সর্বেশ্বরত্ব, সর্ববস্তুর আত্মত্ব প্রকারিত্ব (অর্থাৎ তিনি ভিন্ন সর্ববস্তুই তাঁর প্রকার বা শরীররূপী), সমাধিক রাহিত্য, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব,

সর্বপ্রকাশকত্ব প্রভৃতি অনবধিক অতিশয় অসন্ধেয় কল্যাণগুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু শ্রুতিতে এই ব্রহ্মের অপহতপাপুমা বা দোষশূন্যতা প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিতে তো এই সকল শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মতত্ব নির্ণয়ে - (ব্রহ্মসুত্র - ১-১-২) এ বলা হচ্ছে -

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

অর্থাৎ - যাহা হইতে জন্মপ্রভৃতি হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম।

উক্ত প্রমাণগুলি বিচার বিশ্লেষণ করলেই ব্রহ্মতত্ব নির্ণয় করা খুব সহজে করা যায়।

ব্রহ্মের মধ্যে যেসব কল্যাণগুণ বা লক্ষণ প্রতিপাদিত হবে সেগুলো আর অন্যকাহারো থাকিতে পারেনা।

কারণ ব্রহ্ম হচ্ছে একজন, বহু নয়।

ব্রহ্মের লক্ষণ গুলো হচ্ছে - যেমন: নিত্যতা, শুদ্ধতা, স্বতন্ত্রতা, সর্বজ্ঞতা, সর্বৈশ্বর্য্য, প্রভুত্ব, অনন্তত্ব সর্বব্যাপিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উপাদান ও নিমিত্ত কারণত্ব, সচ্চিদানন্দময়,

সৃষ্টিক্ষমতা ইত্যাদি। এইসব ব্রহ্মের স্বাভাবিক লক্ষণ।

যার মধ্যেই এইগুলি বিদ্যমান থাকবে তিনিই পরমব্রহ্ম। চলুন শাস্ত্র প্রমাণে দেখে নেই কার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান।

১। নিত্যতা - ব্রহ্মের একটি লক্ষণ হলো নিত্যতা—অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির আগে, পরে এবং সর্বদা অচ্যুত, অবিনশ্বর ও স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান থাকেন। শাস্ত্রসম্মতভাবে এ গুণ একমাত্র পরমেশ্বরের মধ্যেই বর্তমান হতে পারে। সুতরাং, যিনি প্রকৃত নিত্য, তিনিই পরমব্রহ্ম।

শ্রুতি-বাক্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র নারায়ণই সেই নিত্য পরমসত্তা যিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, সৃষ্টির সময় এবং সৃষ্টির পরে সর্বত্র বিরাজমান।

যথা শ্রুতি প্রমাণে -

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেক" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১১)- সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।

- তাহলে সেই ব্রহ্মের নাম কি? সে সম্পর্কে শ্রুতি বচন-

"তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নৈশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যো ন চন্দ্রমাঃ।"(মহোপনিষদ ১/১)

অনুবাদ - সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন।ব্রহ্মা ছিল না,শিব ছিল না,আপ(জল),অগ্নি, সোমাদি দেবগণ ছিল না, দ্যুলোক ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য-চন্দ্রও ছিল না।

এরকম হুবহু উল্লেখ পাই - সুবালোপনিষদ্ ৬-২, মূদ্গলোপনিষদ্, মহানারায়ণ উপনিষদ সহ বিভিন্ন শ্রুতিতে।

যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন তাই তিনিই হচ্ছেন নিত্য।

আবার -

নারায়ণ উপনিষদ - ২ এ বলা হচ্ছে -

"অথ নিত্য নারায়ণ "

অর্থাৎ নারায়ণ হচ্ছেন নিত্য।

"বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-২)।

অর্থাৎ -ভগবান নারায়ণ বিষ্ণুই পূর্ব থেকে বিদ্যমান বা নিত্য ।

"স এব নিত্যপরিপূর্ণঃ পাদবিভূতি-বৈকুণ্ঠনারায়ণঃ"

অর্থাৎ -তিনিই নিত্য , পরিপূর্ণ পাদ-স্বরূপ এবং বিভূতিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠনারায়ণ।

(অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২-১৫)

তারাসারোপনিষদ্ - ৮ এ ভগবান নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে -

"ওঁ যোহ বৈ শ্রীপরমাত্মা নারায়ণঃ স ভগবান্ তৎপরঃ পরমপুরুষঃ পুরাণপুরুষোত্তমো নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তসত্যপরমানন্তান্বয়-পরিপূর্ণঃ পরমাত্মা "

অর্থাৎ - যিনি পরমাত্মা নারায়ণ, তিনিই পরমপুরুষ, পুরাণপুরুষোত্তম, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সত্য পরিপূর্ণ পরমাত্মা নারায়ণ।

গোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্ - ২২ এ পরমেশ্বর নারায়ণকে বলা হচ্ছে - " নিত্য নিত্যানাম "

অর্থাৎ - তিনি নিত্যের মধ্যে ও নিত্য।

মহোপনিষদ্ - ১-১০ এ বলা হচ্ছে -

"পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্"

অর্থাৎ - বিশ্বরুপধারী নারায়ণ হচ্ছেন পরম, নিত্য।

এছাড়াও বরাহোপনিষদ্ - ২-৩৩, ৩-২, আত্মোপনিষদ্ - ১

বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য অনুসারে পরমেশ্বর নারায়ণই হচ্ছেন নিত্য।

এই সকল শ্রুতি-বাক্যসমূহ পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও যিনি চিরন্তনভাবে বিরাজ করবেন, তিনিই ব্রহ্ম। এবং সেই ব্রহ্ম অন্য কেউ নন, একমাত্র ভগবান নারায়ণ।

শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মের নিত্যত্বগুণ একমাত্র ভগবান নারায়ণের মধ্যেই বর্তমান। সুতরাং নারায়ণই পরমব্রহ্ম।

২। সৃজন পালন লয়াদি ক্ষমতা - ব্রহ্মই এই জগৎ - সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের অধিকারী। তিনি ব্যতীত এই

ক্ষমতা আর অন্য কাহারো নেই। এই জীব-জগত পরমব্রহ্মের চারপাদ এর একপাদ এ অবস্থিত। যা হচ্ছে ব্রহ্মের লীলাবিভূতি।

এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সহ সবকিছু সেই পরমব্রহ্মের থেকেই উৎপত্তি। শ্রুতিতে আমরা সেই সৃষ্টি তত্ত্বের উল্লেখ পাই।

(ব্রহ্মসুত্র - ১-১-২) এ ও ব্রহ্মতত্ব নির্ণয়ে বলা হচ্ছে -

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

অর্থাৎ - যাহা হইতে জন্মপ্রভৃতি হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম।

এখন আমরা শ্রুতি প্রমাণে দেখে নেই কার মধ্যে ব্রহ্মের এই লক্ষ্মণটি বিদ্যমান।

অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্ এর ২অধ্যায়-১৪-১৬ নম্বর মন্ত্রে সৃষ্টিতত্ব বর্ণনা আছে। যথা -

তথাবিধস্যাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণসাদিনারায়ণস্যোন্মেষনিমেষাভ্যাং মূলাবিদ্যোদয়-স্থিতিলয়া জায়ন্তে। বাদাচিদাত্মারামস্যাখিলপরিপূর্ণ-শ্যাদিনারায়ণস্য

স্বেচ্ছানুসারেণোন্মেষো জায়তে। তস্মাৎপরব্রহ্মণোহধস্তনপাদে সর্ব্বকারণে মূলকারণ-ব্যক্তাবির্ভাবো ভবতি। অব্যক্তান্মূলাবির্ভাবো মূলা-বিদ্যাবির্ভাবশ। তস্মাদেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্মাবিদ্যাশবরং, ভবতি। ততো মহৎ। মহতোহহংকারঃ। অহংকারাৎ-পঞ্চতন্মাত্রাণি। পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চমহাভূতানি। পঞ্চমহাভূতেভ্যো ব্রহ্মৈকম্পাদব্যাপ্তমে কমবিদ্যাণ্ডং জায়তে। তত্র তত্ত্বতো গুণাতীতশুদ্ধসত্ত্বময়ো লীলা-গৃহীতনিরতিশয়ানন্দলক্ষণো মায়োপাধিকো নারায়ণ আসীৎ। স এব নিত্যপরিপূর্ণঃ পাদবিভূতিবৈকুণ্ঠ নারায়ণঃ। স চানন্তকোটিব্রহ্মা গুানামুদয়স্থিতিলয়াদ্য-খিলকার্য্যকারণজালপরমকারণ কারণভূতো মহামায়া-

তীতন্তরীয়ঃ পরমেশ্বরো জয়তি। তস্মাৎস্কুলবিরাট্ স্বরূপো জায়তে। স সর্ব্বকারণমূলং বিরাট্স্বরূপো ভবতি। স চানন্তশীর্ষা পুরুষ অনন্তাক্ষিপাণিপাদো ভবতি। অনন্তশ্রবণঃ সর্বমারত্য তিষ্ঠতি। সর্বব্যাপকো ভবতি। সগুণনিগুণস্বরূপো ভবতি। জ্ঞানবলৈশ্বর্য-শক্তিতেজঃস্বরূপো ভবতি। বিবিধাবচিত্রানন্তজগদা-কারো ভবতি। নিরতিশয়ানন্দময়ানন্তপরমবিভূতি-সমষ্ট্য। বিশ্বাকারো ভবতি। নিরতিশয়নিরঙ্কুশসর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তিসর্ব্বনিয়ন্ত ত্বাদ্যনন্তকল্যাণগুাণাকারো ভবতি। বাচামগোচরানন্তদিব্যতেজোরাশ্যাকারো ভবতি। সমস্তাবিদ্যাণ্ডব্যাপকো ভবতি। স চানন্তমহা-মায়াবিলাসানামধিষ্ঠানবিশেষনিরতিশয়াদ্বৈত পরমানন্দ-

লক্ষণপরব্রহ্মবিলাসধিগ্রহো ভবতি। অস্যৈকৈকরোম-কূপান্তরেধনন্তকে। টিব্রহ্মাণ্ডানি স্থাবরাণি চ জায়ন্তে। তেখণ্ডেষু সর্ব্বেঘেকৈকনারায়ণাবতারো জায়তে। নারায়ণাদ্ধিরণ্যগর্ভো জায়তে। নারায়ণাদণ্ড বিরাট্-স্বরূপো জায়তে। নারায়ণাদখিললোকস্রষ্ট প্রজাপতয়ো < জায়ন্তে। নারায়ণাদে কাদশরুদ্রাশ্চ জায়ন্তে। নারায়ণা-

দখিললোকাশ জায়ন্তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎসর্ব্বে দেবাশ্চ জয়ন্তে। নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ সর্ব্বে বসবঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বাণি ছন্দাংসি নাবায়ণাদের সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবস্তুতে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।

অনুবাদ- সেই অদ্বৈত পরমানন্দস্বরূপ লক্ষণযুক্ত আদি নারায়ণের চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ হইতে মূলাবিদ্যার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। কোনও সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টির ঠিক পূর্ব্বকালে আত্মাতে (নিজের স্বরূপে) ক্রীড়াশীল সর্ব্বাত্মকরূপে পরিপূর্ণস্বরূপ আদি নারায়ণের নিজের ইচ্ছা অনুসারে উন্মেষ (কার্য্যোন্মুখী ভাব) হয়। আর এইভাবে পরমব্রহ্মের সর্ব্বকারণস্বরূপ নিম্নতন পাদে মূলকারণ, অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। অব্যক্ত হইতে মূলের ও মূলাবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে।তাহা হইতেই সৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম অবিধাযুক্ত হইয়া

থাকে। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র,পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চমহাভূত হইতে ব্রহ্মের একপাদে ব্যাপ্ত এক অবিধা অণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই অণ্ডে পরমার্থতঃ সত্ত্বাদি সকল গুণের অতীত হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্বময়, যিনি স্বীয় লীলা দ্বারা নিরতিশয় অনন্দস্বরূপ গ্রহণ কারয়াছেন, সেই মায়া উপাধিযুক্ত নারায়ণ ছিলেন। তিনিই নিত্য পরিপূর্ণ পাদবিভূতি-যুক্ত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ। তিনিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদয়, স্থিতি ও লয়াদি অখিল কার্য্যকারণসমূহের পরম কারণেরও কারণস্বরূপ, মহামায়ার অতীত, তুরীয় ও পরমেশ্বর। তাহা হইতে স্থূল সমষ্টিভূত বিরাট্ স্বরূপের উৎপত্তি হয়। সেই বিরাট্ পুরুষের মস্তক অনন্ত, চক্ষু, পাণি, পাদ ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, অনন্ত। তিনি সকল আবরণ করিয়া অবস্থান করিতে-ছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপক। তিনি সগুণ ও নির্গুণস্বরূপ (উপাধিযুক্ত হইয়া সগুণ ও স্বতঃ নির্গুণ)। তিনি জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও তেজের স্বরূপ। তিনি বিবিধ বিচিত্র জগদাকার হইয়া থাকেন, নিরতিশয় আনন্দময় অনন্ত পরমবিভূতি সমষ্টি দ্বারা বিশ্বাকার হইয়া থকেন। তিনি নিরতিশয় নিরঙ্কুশ (অপ্রতি-হতশক্তি) সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্ব সর্ব্বনিয়ন্তত্ব প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণ গুণের আকর। বাক্যের অতীত অনন্ত দিব্য তেজোরাশিরূপ হইয়া থাকেন। তিনিই সমস্ত অণ্ডের মধ্যে ব্যাপক হইয়া থাকেন। তিনি অনন্ত মহামায়ার বিলাসসমূহের অধিষ্ঠান

বিশেষ এবং নিরতিশয় অদ্বৈত পরমানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের বিলাস শরীরাত্মক, অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া: অনাদি মহামায়ার অনন্ত সৃষ্টিরূপ খেলা আবির্ভূত হইতেছে এবং তিনিই পরমব্রহ্মের সৃষ্টিক্রীড়াসমূহের প্রকট মূর্তি। ইহার এক একটা রোমকূপাভ্যন্তরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ অণ্ড ও স্থাবরসমূহের উৎপত্তি হয়। সেই সেই সকল অণ্ডসমূহে এক একজন নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নারায়ণ হইতে হিরণ্য-গর্ভের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ হইতে স্থুল শরীর সমষ্টিরূপ বিরাট্ স্বরূপের উৎপত্তি হয়।

নারায়ণ হইতে অখিল লোকের স্রষ্টা প্রজাপতিগণের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ হাতে নিখিল লোকসমূহ উৎপন্ন হয়। নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন। নারায়ণ হইতে সকল দেব জাত হইয়া থাকেন। নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য, সকল বসু, ঋষিগণ, ভূতসমূহ, নিখিল ছন্দঃনিচয় (বেদসমূহ। সমুৎপন্ন, হইয়া থাকে। সকলই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন নারায়ণ হইতেই প্রবত্তিত ও নারায়ণেই প্রলায় হয়। অথচ তিনি নিত্য, ক্ষয়রহিত, পরমশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং প্রকাশরূপে বিরাজমান।

"পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত অতিতিষ্ঠেয়েঁ সর্বাণি

ভূতান্যহমেবেঁদ সর্বং স্যামিতি।।"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩/৬/১/১)

অনুবাদ:- পরমপুরুষ নারায়ণ সৃষ্টির পর সঙ্কল্প করলেন ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত জগৎ হলেন।

অথ পুনরেব নারায়ণঃ সো'ন্যাতকামো মনসা গ্যয়তা।

তস্য ধ্যানন্তঃ স্থস্য লালাট্টাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃপুরুষো জয়তে।

বিভ্রাশ্চর্যং যশঃ সত্যং ব্রহ্মচর্যং তপো বৈরাগ্যং মন ঐশ্বর্যং সপ্রাণভা ব্যাহৃতয়া গ্রাগ্যজুঃসামথর্বংশংসীং সার্বণ্দাসিং।

তস্মাদীষানো মহাদেবো মহাদেবঃ ॥ (মহোপনিষদ্- ৭)

অনুবাদ : অতঃপর, তিনি (বিরাটপুরুষ) ভগবান নারায়ণ তাঁর অন্তর থেকে আরেকটি ইচ্ছা পোষণ করিলেন। তার ইচ্ছের ফলে, তিন চোখ এবং তার হাতে একটি ত্রিশূল ধারণ করা একজন পুরুষ তার কপাল থেকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহিমান্বিত পুরুষের দেহে খ্যাতি, সত্য,

ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বৈরাগ্য, নিয়ন্ত্রিত মন, শ্রীসম্পন্নতা ও ওঁ কার , ঋগ, যজুঃ, সাম, অথর্ব ইত্যাদি চারটি বেদ ও সমস্ত মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ কারণে তিনি ঈশান ও মহাদেব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সুবালোপনিষদ্ - ২-৪,৫ এ বলা হচ্ছে -

বাংলা অনুবাদ: চতুর্থপাদ-স্বরূপ নারায়ণ জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে (অর্থাৎ ব্রহ্মাকে) উৎপন্ন করলেন। ব্রহ্মা ছিলেন সমৃদ্ধ দেহসম্পন্ন ও সক্ষম, কিন্তু অন্তর্নিহিত আচ্ছাদনের (অজ্ঞান-আবরণের) কারণে তিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তখন অনিরুদ্ধ নারায়ণ তাঁকে সৃষ্টির পদ্ধতি উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন— “হে ব্রহ্মন! আপনি আপনার বাক্-ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যজ্ঞকারীরূপে ধ্যান করুন; নিজ দেহকে, যা পদ্মকোষ থেকে উদ্ভূত এবং দৃঢ় গ্রন্থিসম্পন্ন, সেটিকে হবিরূপে ধ্যান করুন; আমাকেও হবির ভোজকরূপে ধ্যান করুন। বসন্ত ঋতুকে আজ্য (ঘৃত), গ্রীষ্ম ঋতুকে সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) এবং শরৎ ঋতুকে রস (তরল দ্রব্য) রূপে ধ্যান করে, এইভাবে আগুনে হবন করুন। এই রূপ যজ্ঞকর্মের দ্বারা আপনার দেহ এতটাই বলশালী হয়ে উঠবে যে, তার স্পর্শেও বজ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এরপর,

আপনি স্বকর্মফলস্বরূপ সমস্ত প্রাণিজীব, যেমন পশু প্রভৃতি সৃষ্টি করবেন। তখন স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই প্রকারের সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হবে।”

এই মন্ত্রে আমরা প্রভু নারায়ণের চতুর্বূহ্য তত্ত্বের অনিরুদ্ধ নারায়ণের উল্লেখ পাই। শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে এই অনিরুদ্ধরুপী নারায়ণের থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। যা বিভিন্ন ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই লেখায় কোনো পুরাণ বা ইতিহাস শাস্ত্রের উল্লেখ এর প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রুতি প্রমাণেই বোঝা যাচ্ছে এই অনিরুদ্ধ তথা মহাবিষ্ণুর চতুর্বূহ্য তত্ত্বের অনিরুদ্ধ নারায়ণের থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি।

আবার আমরা শ্রুতিতে উল্লেখ পাই এই মহাবিষ্ণুও আদিনারায়ণ এর অংশ। আর এই আদিনারায়ণই সবার মূল।

যথা -

মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ৩-৬

বাংলা অনুবাদ: "ব্রহ্মার যে স্থিতিকাল ও প্রলয়কাল, তা আদিনারায়ণের অংশ থেকে উদ্ভূত মহাবিষ্ণুর এক দিন ও রাতের সমান।"গোপালপূর্বতাপনী-৩৬ এ বলা হচ্ছে নারায়ণের থেকেই সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে।

যথা -

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ- ব্রহ্মা স্তব করত কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি বিশ্বগত সমস্ত বস্তুরূপী, তোমা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে, অতএব তুমিই বিশ্বের অধীশ্বর 'ও বিশ্বাত্মক গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার করি। ৩৬ ॥

সুবালোপনিষদ্ - ৬-২ এ বলা হচ্ছে -

বাংলা অনুবাদ : সেই একমাত্র পরমদেব নারায়ণের থেকেই এই সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে।

নারায়ণোপনিষদ্ - ১ ও বলা হচ্ছে- সেই নারায়ণ থেকেই, ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা সহ সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে দেখা যাচ্ছে নারায়ণই এই সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কর্তা। তার থেকেই সমস্ত দেবতা, জীব, জগত সবকিছুর উৎপত্তি এবং তার মধ্যেই লয়।

৩। সর্বব্যাপিতা

শ্রুতি শাস্ত্রে ভগবান নারায়ণকেই একমাত্র সর্বব্যাপী

(সর্বত্র বিরাজমান) পরমেশ্বররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বব্যাপী অর্থাৎ যিনি সত্তারূপে সর্বত্র বিরাজ করেন, সকল কিছুর মধ্যে এবং সকল কিছুর বাহিরে বিরাজমান থাকেন। এই সর্বব্যাপিতা কোনো সাধারণ সৃষ্ট জীবের বা দেবতার নয়, বরং একমাত্র পরমব্রহ্ম নারায়ণেরই স্বরূপধর্ম। শ্রুতি গ্রন্থসমূহে একাধিক প্রামাণ্য শ্লোক ও বাক্যের মাধ্যমে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

ব্রহ্মসুত্র-১-২-১৯ এ বলা হচ্ছে-

"অন্তর্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ"

অর্থাৎ - অন্তর্যামী 'অন্তর্যামী' শব্দের অর্থ পরমাত্মা; অধিদৈবাধিলোকা-দিষু-দেবতা এবং লোক প্রভৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই পুরুষে; তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ-তাঁহার (পরমাত্মা পরমব্রহ্মের) ধর্মের নির্দেশ হেতু।

শ্রুতি শাস্ত্রে বলা হচ্ছে -

তৈত্তিরীয় আরণ্যক - ১০-১৫-১

অনুবাদ - এই বিশ্বে যা কিছু দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়, নারায়ণই ঐ সকল বস্তুর ভিতর এবং বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান (ব্যপ্ত) হইয়া থাকেন।

অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২-১৫ এ

নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে -

"সর্ব্বব্যাপকো ভবতি"

অর্থাৎ - নারায়ণ হচ্ছেন সর্ব্বব্যাপক।

নারায়ণ উপনিষদ্ - ২ এ বলা হচ্ছে -

" ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্ধ্ব চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্তং যচ্চ ভব্যম্। "

- নারায়ণই ব্রহ্মা। নারায়ণই শিব। নারায়ণই ইন্দ্র। নারায়ণই কাল। নারায়ণই দিক। নারায়ণই বিদিক। নারায়ণই ঊর্ধ্ব। নারায়ণই অধঃ। ভিতর ও নারায়ণ বাহির ও নারায়ণ। যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সবকিছুই নারায়ণ।

মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২-১৬ এ ও বলা হচ্ছে নারায়ণই সবকিছু।

সুবালোপনিষদ্ - ৬- ২ এ ও নারায়ণকেই সবকিছু বলা হচ্ছে।

সুবালোপনিষদ্ - ৭-১ এ বলা হচ্ছে -

" স এষ সর্বভুতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো একো দেব

নারায়ণঃ "

- সর্বভুত অর্থাৎ সকল প্রাণীর অন্তঃস্থিত আত্মা হচ্ছেন একমাত্র দিব্য দেব নারায়ণ।

ত্রিশিখব্রাহ্মণোপনিষদ্ - ১৫৩ এ বলা হচ্ছে -

"পরমাত্মানং বাসুদেবং সদা স্মরেৎ "

- পরমাত্মা বাসুদেবের সর্বদা ধ্যান করিবে।

দত্তাত্রেয় উপনিষদ্ - ১-১ এ বলা হচ্ছে -

"বিশ্বরুপধরং বিষ্ণুং নারায়ণং"

-বিশ্বরুপধারী বিষ্ণু ভগবান নারায়ণ।

এই শ্রুতিগুলির নিরীক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, নারায়ণই একমাত্র সেই পরমসত্তা যিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সব কিছুর অভ্যন্তরীণ পরমাত্মা, অন্তর্যামী এবং একইসঙ্গে বাহ্যিকভাবে জগতের নিয়ন্তা। তাঁর এই সর্বব্যাপিতা কেবল মহত্ত্বের লক্ষণ নয়, এটি ব্রহ্মত্বের লক্ষণ। এই গুণ কোনো সীমিত দেবতার নয়; এটি একমাত্র পরমব্রহ্ম নারায়ণের স্বরূপধর্ম।

তাই, শ্রুতি-প্রমাণ অনুযায়ী পরমব্রহ্ম নারায়ণই সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তর্যামী এবং জগতের একমাত্র দিব্য স্বরূপ। তিনিই সকলের মধ্যে, সকলের বাহিরে, সকলের ঊর্ধ্বে,

সকলের অধঃস্থানে বিরাজ করেন। এভাবেই তাঁর সর্বব্যাপিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত শ্রুতি-বাক্যই অকাট্য প্রমাণ করে যে, ব্রহ্মের যেসব গুণ (যেমন সর্বব্যাপিতা) শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা একমাত্র ভগবান নারায়ণের মধ্যেই বর্তমান। ফলে, নারায়ণই পরমব্রহ্ম।

৪। শুদ্ধতা: পরমব্রহ্মের অন্যতম মৌলিক লক্ষণ হল নিত্য শুদ্ধতা—অর্থাৎ তিনি পাপ-পুণ্য, মলিনতা, দোষ প্রভৃতি সকল অশুদ্ধতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তিনি কেবল শুদ্ধ নন, বরং নিত্যশুদ্ধ—চিরকালই শুদ্ধ এবং সেই শুদ্ধতা কখনোই ক্ষুণ্ন হয় না।

তাইতো রামানুজাচার্য বেদার্থ সংগ্রহে বলেছেন - "সর্ব্বকল্যানগুণাকারং"

অর্থাৎ তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো"

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১।৫]-

অনুবাদ-এই পরমাত্মা (অপহতপাপ্মা) পাপপুণ্যময় কর্মরহিত সর্বদা বিশুদ্ধ, মৃত্যুরহিত, জরারহিত শোকরহিত।

এই প্রবন্ধে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ দেখাব যে এই

নিত্যশুদ্ধ স্বরূপ কেবল নারায়ণেই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, এবং তিনিই একমাত্র পরমব্রহ্ম।

শুদ্ধতা বলতে বোঝায়—পাপ, মল, অবিদ্যা, ক্লেশ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত দোষ ও অশুভ গুণ থেকে মুক্ত অবস্থা। এই শুদ্ধতা কেবল বাইরের আচরণগত নয়, বরং পরমাত্মার অন্তঃস্বভাব (intrinsic nature)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মকে বিচার করলে দেখা যায়—যিনি সত্যই পরমব্রহ্ম, তাঁর মধ্যে এই শুদ্ধতার লক্ষণ অবশ্যই থাকা চাই।

ব্রহ্মের শুদ্ধতা কেবল তর্ক বা মতামতের বিষয় নয়—এটি সরাসরি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত। নিচে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রুতি ও উপনিষদীয় উক্তি উপস্থাপন করছি:

পরব্রহ্ম ভগবান নারায়ণ পাপপুণ্যময় কর্ম থেকে রহিত। তাই শ্রুতিতে ভগবান নারায়ণকে শুদ্ধদেব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

"নিষ্কলো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণঃ। ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।"

(নারায়ণোপনিষদ ২)

অনুবাদ - নারায়ণই একমাত্র নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, অবর্ণনীয়, বিশুদ্ধ দেব। তাহার অতিরিক্ত অন্য কেউ

নেই।

"স এষ সর্বভূতান্তরাহপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" (সুবালোপনিষদ ৭-১)

অনুবাদ - সমস্ত ভূতসমূহের অন্তরাত্মা, যিনি পাপপুণ্যময় কর্মরহিত শুদ্ধদেব, তিনি এক দিব্যদেব নারায়ণই।

তারাসারোপনিষদ্ - ৮ এ ভগবান নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে -

"ওঁ যোহ বৈ শ্রীপরমাত্মা নারায়ণঃ স ভগবান্ তৎপরঃ পরমপুরুষঃ পুরাণপুরুষোত্তমো নিত্যশুদ্ধ "

অর্থাৎ - যিনি পরমাত্মা নারায়ণ, তিনিই পরমপুরুষ, পুরাণপুরুষোত্তম, নিত্য, শুদ্ধ।

গোপালপূর্বতাপনী - ৩৪ এ বলা হচ্ছে -

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-মশেষলোভাদি নিরস্তসঙ্গম্।

যত্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোহন্যদস্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ : -অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বাদিগুণযুক্ত যে পদ তাহাই পঞ্চধা গুণিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানময়, জ্যেতিঃ স্বরূপ, অবিদ্যা-মল রহিত, মনস্তাপ শূন্য এবং অশেষ রাগাদিসঙ্গবিরহিত কেবল বিশুদ্ধ গুণযুক্ত, তিনিই বাসুদেব তাঁহা ভিন্ন আর অন্য কিছু নাই ॥ ৩৪ ॥

বরাহোপনিষদ্ - ৩-২ এ নারায়ণ নিজেকে উপলক্ষ করে বলতেছে -

"নিত্যশুদ্ধ"

-অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন নিত্য এবং শুদ্ধ।

অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২-১৫ এ নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে -

"গুণাতীতশুদ্ধসত্বময়ো"

অর্থাৎ - নারায়ণ গুণাতীত শুদ্ধ সত্বময়।

অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদ্ -১-১১ এ বলা হচ্ছে হচ্ছে-

"শুদ্ধদেব একো নারায়ণঃ"

অর্থাৎ - নারায়ণ হচ্ছেন শুদ্ধ দেব।

উপরোক্ত সব শ্রুতি বাক্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় যে, শুদ্ধতা—যা পরমব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—তা কেবল ভগবান নারায়ণের মধ্যেই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তিনি অপহতপাপ্মা, নিত্যশুদ্ধ, গুণাতীত, এবং সকল দোষের ঊর্ধ্বে। অতএব, শ্রুতিসম্মতভাবে একমাত্র নারায়ণই পরমব্রহ্ম।

৫। শ্রেষ্ঠত্ব - পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার থেকে দ্বিতীয় কেহ শ্রেষ্ঠ নেই। তিনিই সর্বশক্তির আধার।

শ্রুতি বলতেছে -

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬-৮)

অনুবাদ - তাহার সমতুল্য বা অধিক দৃশ্যমান হয় না।

এখন শ্রুতি প্রমাণে দেখে নেই এই শ্রেষ্ঠত্ব গুণ কার মধ্যে রয়েছে।

যথা -

সনাতন ধর্মের বৈদিক শাস্ত্রসমূহে পরমাত্মা বিষ্ণুর সর্বোচ্চত্ব নানা মন্ত্রে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র এক দেবতা নন, বরং সর্বজ্ঞানময়, সর্বব্যাপী, জগৎসৃষ্টির মূল, এবং পরম পুরুষ। ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও আরণ্যক অংশে প্রাপ্ত মন্ত্রসমূহে এই বিষ্ণু নারায়ণের অসীম গৌরব, শক্তি এবং স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

যথা-

ঋগ্বেদ ১/১৫৪/১-২: মন্ত্রে বলা হয়েছে-

ওঁ বিষ্ণোর্নুকং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।

যো অসঙ্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ো।।"

— অর্থাৎ আমি বিষ্ণুর বীর্য বা পরাক্রম কীর্তন করবো, যিনি এই পার্থিব জগৎ তিন পদক্ষেপে পরিমাপ করেছিলেন। এখানে 'ত্রি-পদ-বিক্রমণ' কেবল শারীরিক গমন নয়, বরং ত্রিলোকের উপর তাঁর সর্বব্যাপী উপস্থিতির প্রতীক। তিনি জড় ও চেতন, উভয় জগতেই ব্যাপ্ত।

"প্রতদ্ধিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যায়।মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।

যস্যোরুষু ক্রিষু বিক্রমণেষু। অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।।"

অর্থাৎ - বিষ্ণুর এই পদক্ষেপে “ভুবনানি বিশ্বা”— সমস্ত ভুবন অবস্থান করে।

ঋগ্বেদ ৭/১০০/৩-৪: এখানে বলা হয়েছে-

"বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।

ধ্রুবাসো অসা কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার।।"

অর্থাৎ - বিষ্ণুই মহিমায় তিনবার এই পৃথিবীতে পদক্ষেপ

করেছেন, এবং তিনি মানুষকে বাসস্থান, ক্ষেত্র ও নিরাপত্তা দান করেছেন। “সুজন্মা চকার”, অর্থাৎ তিনি শুভ জন্মদাতা – জীবের কল্যাণে ব্রতী।

ঋগ্বেদ ১/২২/১৬-১৮: এই তিনটি মন্ত্রে বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্রমণের মাধ্যমে ধর্মের স্থাপন, সমস্ত জগতে তাঁর পদচিহ্ন, এবং অপার রক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ পায়। “ত্রিপি পদা বিচক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ”– তিনি রক্ষক এবং অবিনাশী, কারও দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১-১-১: এখানে বলা হয়েছে, “অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ” – দেবতাদের মধ্যে অগ্নি নিম্নতম এবং বিষ্ণু পরম, তথা সর্বোচ্চ। অন্যান্য দেবতা মধ্যবর্তী। এটি সুস্পষ্টভাবে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪-১-১-৫: “তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ...” – অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথমে পৌছেন এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। অতএব, দেবগণও তাঁর অনুগত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০.১৩.১-৪) অংশে নারায়ণসূক্তে বিষ্ণুর পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব সর্বাপেক্ষা উচ্চতরভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

সহস্র শীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশংভুবম্ ।

বিশ্বৈ নারায়ণং দেবং অক্ষরং পরমং পদম্ ॥১।।

অনুবাদঃ যিনি ঈশ্বর, যার সহস্র মস্তক,যার চোখ সর্বত্র বিরাজমান, যিনি সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যিনি হলেন চিরন্তন শ্বাশত পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত কর্মের ফলদাতা। সেই নারায়ণই হলেন সমস্ত বিশ্বের পরমগতি।

বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্ ।

বিশ্বং এব ইদং পুরুষঃ তদ্বিশ্বং উপজীবতি ॥২।।

অনুবাদঃ তিনিই হলেন সর্বোচ্চ পরম এবং সর্বত্র তিনি বিরাজিত বলে শ্বাশত চিরন্তন। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড হচ্ছে নারায়ণ, হরি। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড একাকী সেই পরমপুরুষের।এই মহাবিশ্ব এই পুরুষের কারণেই অধিষ্ঠিত রয়েছে।

পতিং বিশ্বস্য আত্মা ঈশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥৩।।

অনুবাদঃ নারায়ণ যিনি সমস্ত মহাবিশ্বের প্রভু, সমস্ত আত্মার ও জীবের যিনি প্রভু,যিনি শ্বাশত চিরন্তন,পবিত্র ও মঙ্গলময়(শিব), যিনি কখনও বিচ্যুত হন না অর্থাৎ অবিনাশী। নারায়ণই হচ্ছে সেই জ্ঞানের যোগ্য সর্বোচ্চ পরম বস্তু বা লক্ষ্য। তিনিই বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর আত্মা।তিনিই হচ্ছে সমস্ত কিছু পরম গতি।

নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ ॥৪।।

অনুবাদঃ নারায়ণ হলো পরমজ্যোতি তিনিই হলেন সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরম আত্মা। নারায়ণ হলেন পরমব্রহ্ম, সেই নারায়ণই হলেন সর্বোচ্চ পরমতত্ত্ব। নারায়ণই হলেন পরমধ্যাতা, তিনিই হলেন পরমধ্যান।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব গুণ সেই পরমপুরুষ নারায়ণের মধ্যেই বিদ্যমাণ। তাই তিনিই পরমব্রহ্ম।

৬। আশ্রয়দাতা - সমস্ত জীবের যিনি আশ্রয়দাতা তিনিই পরমব্রহ্ম। কারন এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাহার শরীর। তাই তিনিই সমস্তকিছুর আশ্রয়দাতা।

শাস্ত্রে বলা হচ্ছে -

"মহদ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।

তস্মিচ্ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ।। (অথর্ববেদ ১০-৭-৩৮)

অনুবাদ: এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক পরমপূজ্য রয়েছে, যিনি জলের উপরের শোভিত হোন, যাকে তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়, যেভাবে বৃক্ষের মূলে শাখা আধারিত থাকে ঠিক সেভাবে সমস্ত দেবগণ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

ব্যাখ্যা :-"মহৎ যক্ষং" – ‘মহৎ’ মানে মহৎ তত্ত্ব বা সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা মহান। ‘যক্ষ’ শব্দটি এখানে ‘অদ্ভুত/অদৃশ্য কিন্তু সর্বব্যাপী ঈশ্বর’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

"ভুবনস্য মধ্যে" – তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করছেন, যা অন্তর্যামিত্বের প্রমাণ। তিনি সবকিছুর মধ্যে থেকে তাদের পরিচালনা করছেন, যেন সব জড় ও চেতন তাঁর দেহের অঙ্গবিশেষ।

আমরা শ্রুতি প্রমাণে উল্লেখ পাই নারায়ণই হচ্ছেন এই সমস্ত লোকের পরমাত্মা। তিনিই সবকিছুর মধ্যে অবস্থান করেন।

যথা - আত্মবোধ উপনিষদ্ - ২-

"সর্বভূত-স্থামেকং নারায়ণং"

অর্থাৎ -নারায়ণই সর্ব্বভূতকে ব্যাপিয়া অবস্থিত।

সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী।

সুবাল উপনিষদ্ - ৭-১ এ বলা হচ্ছে -

"পৃথিবীম্স্তরে সঞ্চরণ্"

অর্থাৎ তিনি(নারায়ণ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চারণ করেন।

ত্রিশিখব্রাহ্মণ উপনিষদ্ - ৯৯ এ বলা হচ্ছে -

"পশ্যেৎ পরমাত্মানং বাসুদেবমকল্মষম্"

অর্থাৎ পরামাত্মা বাসুদেবকে দেখতে পাইবে।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ , অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:-৩)

অর্থ:- নারায়ণই হচ্ছে জ্ঞানের যোগ্য সর্বোচ্চ পরম বস্তু বা লক্ষ্য। তিনিই বিশ্বের আত্মা। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছু পরম গতি।

(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:-৪) এ বলা হচ্ছে

অর্থ:- নারায়ণই পরমাত্মা।

(সুবল উপনিষদ- এর ৭ নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে)

তিনি সর্বজীবের অন্তরাত্মা দিব্য দেব অদ্বিতীয় নারায়ণ।

ইত্যাদি শ্রুতি ব্যক্যে সেই পরমেশ্বর নারায়ণকেই " ভূবনস্য " মধ্যে শব্দে উল্লেখ করিতেছে।

"তপসি ক্রান্তং" — তিনি তপস্যার দ্বারা লাভযোগ্য। যিনি পরমপূজ্য ও উপলব্ধিযোগ্য, তবে কেবল যোগ্য তপস্যার মাধ্যমে, ইচ্ছাকৃত সাধনার ফলে। এটি ইঙ্গিত করে যে

তিনি ঈশ্বর, যিনি দয়া করে নিজেকে প্রকাশ করেন ভক্তদের প্রতি।

"সলিলস্য পৃষ্ঠে" — তিনি জলের উপর অবস্থান করছেন। এই বর্ণনা অনন্তশয়নে শ্রীনারায়ণের অবস্থানকে স্মরণ করায়। জল এখানে সৃষ্টির মূল উপাদান, এবং তার উপরে অবস্থানরত সেই সর্বোচ্চ পুরুষ হলেন বিষ্ণু।

আমরা - তৈত্তিরীয় আরণ্যক এ উল্লেখ পাই পরমেশ্বর নারায়ণ সমুদ্রে অবস্থান করেন। যথা -

যচ্চ কিংচিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা ।

অংতর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০/১৩/১,২)

অনুবাদঃ জগতে যা কিছু দর্শনযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণের বিষয় সেই সমস্তকেই ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ অবস্থিত।

অনন্তং অব্যযং কবিং সমুদ্রেন্তং বিশ্বশম্ভুবম্ ।

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০/১৩/২)

অনুবাদঃ যিনি অনন্ত অসীম,শ্বাশত অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, যিনি সমুদ্রে বাস করেন, যিনি শম্ভুর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক।

"তস্মিৎ শ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবাঃ" – সমস্ত দেবতাগণ তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বাক্যটি পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে যে সব দেবতা (যেমন ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ইত্যাদি) স্বয়ং বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীল। এ থেকেই বোঝা যায় যে বিষ্ণুই পরমাশ্রয় ও প্রভু।

"বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ" – যেমন একটি বৃক্ষের মূলকাণ্ডে সমস্ত শাখা-প্রশাখা নির্ভর করে থাকে, তেমনই সমস্ত দেবতা বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে অন্যান্য দেবগণ উপাঙ্গমাত্র, কিন্তু প্রাধান্য যিনি তিনি বিষ্ণু – মূল কাণ্ডের মতো।

উক্ত শ্রুতি মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায় এইটি নারায়ণের জন্যই সমর্পিত। এবং সেই পরমেশ্বর নারায়ণই সবার পরম আশ্রয়।

৭।নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা -

ব্রহ্মই হচ্ছেন নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। এই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ সম্পর্কে "যতীন্দ্রমতদীপিকা"নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

যথা-

“এই ঈশ্বরই সুক্ষ্ম চিত্-অচিত্ বস্তুবিশিষ্টরূপে জগতের উপাদান কারণ হন। তিনি সংকল্পবিশিষ্টরূপে জগতের

নিমিত্ত কারণ হন। ঈশ্বর, কাল প্রভৃতি উপাদানের অন্তর্যামী রূপে জগতের সহকারী কারণ হন। যে বস্তু কোনো কার্যরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তাকেই কার্যের উপাদান কারণ বলা হয়। যে উপাদান কারণকে কার্যরূপে পরিণত করে, তাকেই কার্যের নিমিত্ত কারণ বলা হয়। যে বস্তু কার্যসৃষ্টির উপাদান হয়, তাকেই ঐ কার্যের সহকারী কারণ বলা হয়। অথবা, যে দ্রব্য একটি ধারাবাহিক অবস্থাবিশিষ্ট রূপের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অনুকূল পূর্ববর্তি অবস্থার দ্বারা বিশেষিত থাকে, তাকেই উপাদান কারণ বলা হয়। যেমন —যে মৃন্ময় দ্রব্য ভবিষ্যৎ ঘটত্ব অবস্থাবিশিষ্ট রূপের জন্য অনুকূল পূর্ববর্তি পিণ্ডত্ব অবস্থায় থাকে, সেই বিশেষিত মৃন্ময় দ্রব্যই ঘটের উপাদান কারণ। নিমিত্ত কারণ বলা হয় সেইটিকে, যা কার্যের পরিণাম-প্রবণতাযুক্ত (উৎপত্তির দিকে অভিমুখী) নয়, বরং ভিন্নরূপে প্রয়োজনীয় হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, সহকারী কারণও নিমিত্ত কারণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যাঁরা তিন প্রকার কারণকে স্বীকার করেন বা যাঁরা দুই প্রকার কারণকে স্বীকার করেন, উভয় পক্ষের মতে, কারণের লক্ষণ দ্বারা যিনি সমস্ত জগতের কারণ, তিনিই নারায়ণ বলে সিদ্ধ হয়েছেন।"

(যতীন্দ্রমতদীপিকা-নবম অধ্যায়)

বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে মেনে নেওয়া হয় যে, ব্রহ্মই জগতের

উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ ও সহকারী কারণ—এই তিন প্রকার কারণই তিনিই।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে—এই সংসারে এমন কোনো কার্য দেখা যায় না, যার উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারী—এই তিন প্রকার কারণ একটাই পদার্থ হয়। এই অবস্থায়, জগত নামক কার্যের এই তিন প্রকার কারণ একমাত্র ব্রহ্ম (নারায়ণ) কীভাবে হতে পারেন?

উত্তর হলো, সংসারের কোনো সাধারণ পদার্থে এই তিন রকমের কারণ হওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ব্রহ্ম তো এমন এক সত্তা, যার মধ্যে এই তিন প্রকার কারণ হওয়ার ক্ষমতা বর্তমান।

“সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” —এই ‘কারণবাদী’ শ্রুতি এই কথা বলে যে— “হে সোম্য শ্বেতকেতু! এই জগত সৃষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র ‘সৎ’ (চৈতন্যময় পরব্রহ্ম) এক এবং দ্বিতীয়-রহিত অবস্থায় বর্তমান ছিল।”

“এই বহুবচনাবস্থাযুক্ত জগত সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপে অবিভক্ত ছিল, তাই তা একত্বাবস্থায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে তা অন্য কোনো অবলম্বনহীন 'সৎ' রূপেই বর্তমান ছিল। এই শ্রুতিতে 'সৎ' শব্দটি এমন এক সত্তাকে নির্দেশ করে, যিনি নামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম— অর্থাৎ যিনি নাম-রূপধর্মী জগতের কারণ—এবং এই

'সৎ' শব্দই সেই পরমাত্মার অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'সৎ' শব্দটি যদিও পরমাত্মার নির্দেশক বিশেষ্য, তবুও কারণবিষয়ক সম্ভাবনা থাকার কারণে এটি এমন পরমাত্মাকেই নির্দেশ করে যিনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং কালকে শরীররূপে ধারণ করেন এবং যিনি নিজেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারণরূপে পরিণত হন।

ন্যায়শাস্ত্রপন্থীরা ‘অসৎকার্যবাদী’। তারা বলেন, উৎপত্তির পূর্বে কার্য (ফল) অবাস্তব বা ‘অসৎ’ থাকে। কারণসমষ্টির মাধ্যমে একেবারে নতুন কার্য উদ্ভব হয়। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতপন্থীরা ‘সৎকার্যবাদী’। তারা বলেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বেও কারণরূপে বিদ্যমান থাকে; শুধু তখন তা নাম ও রূপে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় না। কারণসমষ্টির দ্বারা সেই কার্য নাম ও রূপসহ প্রকাশ পায়। তাই, ‘উৎপত্তির পূর্বে কার্য নাম-রূপে অবিভক্ত ছিল এবং কারণসমষ্টির দ্বারা নাম-রূপ বিভক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়’—এইটাই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

‘সদেব’ শ্রুতি-উক্তির ‘এব’ উপপদটি নৈয়ায়িকদের ‘অসৎকার্যবাদ’ খণ্ডন করে। এটি জানায় যে, সৃষ্টির পূর্বেও কার্য (জগত) ছিল। ‘একমেব’ উক্তির ‘এব’ পদ ভবিষ্যতে বলা ‘বহু স্যাম্’ শ্রুতির বহুবচনবিশিষ্ট জগতের

অবস্থাকে অস্বীকার করে। ‘একম্’ পদ দ্বারা ব্রহ্মের উপাদান কারণরূপে জগতের সঙ্গে একত্ব নির্দেশ করে। ‘অদ্বিতীয়ম্’ পদ জানায় যে—জগতের অন্য কোনো স্বতন্ত্র নিমিত্ত কারণ নেই, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ। ‘তদৈক্ষত’, ‘তত্তেজোঽসৃজত’ প্রভৃতি শ্রুতিতে ‘তৎ’ শব্দ যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করে, সেই সত্তাকেই নিমিত্ত কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এইভাবে ‘একম্’ ও ‘অদ্বিতীয়ম্’—এই দুই পদ দ্বারা স্পষ্টতই বোঝানো হয়েছে যে, ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

এই মর্মটিই স্পষ্ট করে বলেছেন যতীন্দ্রমতদীপিকার রচয়িতা— সূক্ষ্ম চিত্ ও অচিত্ বস্তুসমূহকে শরীররূপে ধারণ করে ব্রহ্ম উপাদান কারণ হন। এই সূক্ষ্ম চিত্-অচিত্ বস্তুসমূহই নাম-রূপে অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ। এই অবস্থা থেকেই ব্রহ্ম সংকল্পবিশিষ্ট হলে (যেমন—‘একোহং বহু স্যাম্’ অর্থাৎ “আমি এক, বহু হবো”) তিনি নিমিত্ত কারণ হন। অর্থাৎ, এই সংকল্প করবার মাধ্যমেই ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণরূপে জগত সৃষ্টি করেন।

শ্রুতি প্রমাণে উল্লেখ পাই -

এই নারায়ণই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ উভয়ই

যথা - ছান্দোগ্য শ্রুতি বিশ্লেষণ করে পাই-

সদৈব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্বৈক আহু রসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥৬- ২-১ ॥

অন্বয়ার্থ:

(সোম্য) হে সোম্য! হে প্রিয়দর্শন পুত্র শ্বেতকেতু! (ইদম্) এই বহু নামে ও রূপে বিভক্ত জগৎ (অগ্রে) সৃষ্টির পূর্বকালে (একম্) অবিভক্ত নাম ও রূপ থাকার কারণে একমাত্র (এব) শুধু (অদ্বিতীয়ম্) অদ্বিতীয় (সৎ) প্রকৃতি, পুরুষ, কাল ও শরীররূপী পরব্রহ্ম নারায়ণ (এব) নিশ্চিতভাবে (আসীত্) বিদ্যমান ছিল।(তৎ) সেই সৃষ্টির প্রসঙ্গে (এক্) একদল নৈয়ায়িক (হ) স্পষ্টভাবে (আহুঃ) বলে থাকেন যে (ইদম্) এই বহু নামে ও রূপে বিভক্ত দৃশ্যমান জগৎ (অগ্রে) সৃষ্টির পূর্বে (অসৎ) সত্তাহীন প্রাগ্ভাব (অস্তিত্বহীনতা) অবস্থায় (আসীত্) ছিল। (একম্) একমাত্র (এব) নিশ্চিতভাবে (অদ্বিতীয়ম্) দ্বিতীয়তাহীন ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এর অতিরিক্ত কোনো অবস্থা বা অবস্থাশ্রয় ছিল না।

ব্যাখ্যা-"এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান " এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের সমর্থনে, অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান কারণ পরব্রহ্ম নারায়ণকে প্রতিপাদিত করতে ঋষি উদ্দালক বলেছেন —

“হে সোম্য, সুন্দর দর্শনশীল শ্বেতকেতু কুমার! এই বহুরূপে বিভক্ত নাম ও রূপযুক্ত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অবিভক্ত নাম ও রূপবিশিষ্ট একমাত্র, অন্য কোনো কার্যকারণবিহীন, প্রকৃতি-পুরুষ-কাল-দেহরূপ পরব্রহ্ম নারায়ণই বিদ্যমান ছিলেন। এখানে ‘সৎ’ শব্দটি পরব্রহ্ম নারায়ণের পরিচায়ক, কারণ বলা হয়েছে—

'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীত্। নান্যৎ কিঞ্চন ভিষত্।।' (ঐতরেয় উপনিষদ ১.১.১)

অর্থাৎ এই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে গাছপালা ও জীবজন্তু পর্যন্ত সমগ্র জড়-চেতনময় জগতের সৃষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র সেই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত নিন্দনীয় গুণ থেকে মুক্ত, কল্যাণময় পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।”

"একো হ বৈ পূর্ব্বং নারায়ণ দেবো "

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন।

(গোপালতাপনী - উত্তরবিভাগ - ২৫)

'নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীত্। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।।' (সুবালোপনিষদ ৬)

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এখানে কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র সেই দিব্য দেব এক নারায়ণই ছিলেন।

'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্, ন ব্রহ্মা নেশানো

নাগ্নীষোমৌ। নেমে দ্যাওপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, ন সূর্যো ন চন্দ্রমাঃ।।' (মহোপনিষদ ১.১)

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে নিশ্চিতভাবে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, রুদ্র ছিলেন না, অগ্নি ও সোমও ছিলেন না, আকাশ ও পৃথিবীও ছিল না, নক্ষত্র ছিল না, সূর্য ছিল না, চন্দ্রও ছিল না।

"শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োস্তিকশ্চিত ॥ ২ ॥ (নারায়ণো০ শু০ ২)"

শুদ্ধ দেব একমাত্র নারায়ণই আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ॥ ২ ॥

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে দেখা যাচ্ছে - এই জীব - জগত সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণই বিদ্যমান ছিলো।

এখন সেই নারায়ণের ইচ্ছাহেতুই এই লীলাবিভূতি জীব-জগতের উৎপত্তি হেতু সেই নারায়ণই নিমিত্তকারণ রুপে বিদ্যমাণ।

বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণে নারায়ণকেই নিমিত্ত এবং উপাদান কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যথা শ্রুতি প্রমাণে-

সুবাল উপনিষদ এর ৬ -২,৩ এ বলা হচ্ছে -

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীদমূলমনাধারমিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দিব্যো দেব একো নারায়ণশ্চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ শ্রোত্রং শ্রোতব্যং চ নারায়ণো ঘ্রাণঞ্চ ঘ্র।তব্যং চ নারায়ণো জিহ্ব। চ রসয়িতব্যং চ নারায়ণস্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ নারায়ণো মনশ্চ মন্তব্যং চ নারায়ণো বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ নারায়ণোহহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যং চ নারায়ণশ্চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ নারায়নো বাক্ চ বক্তব্যং চ নারায়ণো হস্তো চাদাতব্যং চ নারায়ণঃ পাদৌ চ গন্তব্যং চ নারায়ণঃ পায়ুগ্ন বিসর্জ্জয়িতব্যং চ নারায়ণ উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ।

অনুবাদ-এই নাম ও রূপের দ্বারা অনভি-ব্যক্ত জগতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন বস্তুও ছিল না, অনাদি, অনাশ্রয় অলৌকিক এক ও দর্শনীয় বস্তু, প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। জগৎ প্রকাশক নারায়ণ (ই) চক্ষুঃ নারায়ণ শ্রোত্র ও শব্দ, নারায়ণ নাসিকা ও তদ্বিষয় গন্ধাদি, নারায়ণ জিহবা ও তদ্বিষয় স্পর্শ, নারায়ণ মনঃ ও মন্তব্যও, নারায়ণ বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, নারায়ণ অভিমান ও অভিমানের বিষয় "আমি" "আমার" ইত্যাদি প্রত্যয়, নারায়ণ চিত্ত ও সেতয়িতব্য, নারায়ণ বাক্য ও বক্তব্য, নারায়ণ হস্ত ও গ্রহীতব্য বস্তু, নারায়ণ চরণদ্বয় ও গন্তব্য দেশ, নারায়ণ নারায়ণ জননেন্দ্রিয় আনন্দয়িতব্য। গুন্থেন্দ্রির ও গুহ্য, এবং তাহার বিষয়।

ব্যাখ্যা- এই মন্ত্রে নারায়ণকেই সমস্তলোকের উপাদান কারণ হিসেবে নির্ণয় করা হইয়াছে। সোনা হইতেই

যেরুপ সোনার গয়না তৈরী হয়, তদ্রুপ সেই নারায়ণ থেকেই - এই জীব-জগতের উৎপত্তি হয়েছে। তাইতো সবকিছুকেই নারায়ণ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এইসকল সেই পরম উপাদান পুরুষ নারায়ণেরই পরিণাম।

নারায়ণো ধাতা বিধাতা কর্তা বিকর্তা দিব্যো দেব একো নারায়ণ আদিত্যা রুদ্রা মরুতা বসবোইশ্বিনাবৃচো যজুংষি সামানি মন্ত্রোহগ্নি-রাজ্যাহুতিনারায়ণ।

অনুবাদ- নারায়ণ জগতের ধারণকর্তা, এবং নিয়ন্তা, সকলের কর্তা ও বিকারক, অলৌকিক, ভুবন প্রকাশক নারায়ণ (ই) দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, অষ্টবসু, অশ্বিনীপুত্র-দ্বয়, ঋক্ সকল, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, মন্ত্র, অগ্নি, ঘৃতাহুতি, এই সকলই নারায়ণ।

ব্যাখ্যা- ব্রহ্মই যেহেতু নিমিত্ত কারণ ! তাই তার ইচ্ছেতেই বা তিনিই এইসমস্ত জীব-জগতের ধারক, নিয়ন্ত্রক, কর্তা, বিকারক রুপে নিমিত্ত কারণ।

নারায়ণ উপনিষদ্ - ১ এ বলা হচ্ছে -

অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণো'কাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাত্ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্ জ্যোতিরাপঃ পৃথিরী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাত্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্ দ্বাদশ আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্বাণি ছন্দাংসি

নারায়ণাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাত্ প্রবর্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদৃগ্বেদশিরো'ধীতে॥

অনুবাদ: অতঃপর সেই পুরুষরূপ নারায়ণই ইচ্ছা করলেন– "আমি প্রজাদের সৃষ্টি করব।" নারায়ণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। নারায়ণ থেকেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্ভব। নারায়ণ থেকেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং সমগ্র বিশ্বকে ধারণকারী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। নারায়ণ থেকেই ব্রহ্মার জন্ম, নারায়ণ থেকেই রুদ্রের উৎপত্তি, নারায়ণ থেকেই ইন্দ্রের জন্ম, নারায়ণ থেকেই প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটে। নারায়ণ থেকেই দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং সমস্ত ছন্দ (বেদের ছন্দবদ্ধ অংশ) উৎপন্ন হয়। সব কিছু নারায়ণ থেকেই প্রসারিত হয় এবং শেষে নারায়ণেই বিলীন হয়ে যায়। এই কথাগুলি ঋগ্বেদীয় উপনিষদের সারাংশ।

ব্যাখ্যা- জগত সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বর যিনি চৈতন্য (জীব), অচৈতন্য (প্রকৃতি) ও নিজস্ব ঈশ্বরত্বের (বিশিষ্ট) দ্বারা গঠিত একমাত্র পরমসত্তা– শ্রীমন্নারায়ণ।

এই মন্ত্রে নারায়ণের দুই রূপ কারণত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত:

১. নিমিত্ত কারণ :

নিমিত্ত কারণ বলতে সেই সত্তাকে বোঝায় যিনি বুদ্ধি,

ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। মন্ত্রে বলা হয়েছে –

“অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণো’কাময়ত...”

অর্থাৎ, নারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন– “আমি সৃষ্টি করব।” ইচ্ছার মাধ্যমে প্রাকৃত উপাদানের সংগঠন, জীবের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রলোকের দেবতাদের নির্মাণ– সব কিছুর পেছনে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির কাজ রয়েছে। এটি প্রমাণ করে, তিনি কেবল নির্জীব উপাদান নন, বরং সচেতন, সর্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসত্তা, যিনি নিমিত্ত কারণ হিসেবে কর্ম করছেন।

২. উপাদান কারণ :

উপাদান কারণ সেই সত্তা যিনি নিজ দেহ বা অস্তিত্ব থেকেই জগতের উপাদান সরবরাহ করেন। মন্ত্রে বলা হয়েছে–

“নারায়ণাত্ প্রাণো জায়তে। মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্ জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী...”

ইত্যাদি বাক্য থেকে বুঝা যায়- নারায়ণ থেকেই সব উপাদান ও উপাদেয় সৃষ্টি হয়েছে– অর্থাৎ জগতের ভৌতিক উপাদানসমূহ যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি, এবং চৈতন্যবৃত্ত অংশসমূহ যেমন প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় – সবই নারায়ণের দেহের অঙ্গস্বরূপ। জগৎ হচ্ছে নারায়ণের শরীর সুতরাং জগতের উপাদান তিনিই।

আবার অথর্ববেদান্তর্গত - মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ২-১৬ এ বলা হচ্ছে -

"অস্যৈকৈকরোমকূপান্তরেষ্বনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি স্থাবরাণি চ জায়ন্তে। তেষ্বণ্ডেষু সর্বেষ্বৈকৈকনারায়ণাবতারো জায়তে। নারায়ণাদ্ধিরণ্যগর্ভো জায়তে। নারায়ণাদণ্ডবিরাট্-স্বরূপো জায়তে। নারায়ণাদকিললোক- স্ত্রষ্টা প্রজাপতয়ো জায়ন্তে। নারায়ণাদেকাদশরুদ্রাশ্চ জায়ন্তে। নারায়ণাদকিললোকাশ্চ জায়ন্তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ সর্বে দেবাশ্চ জায়ন্তে। নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যাঃ, সর্বে বসবঃ, সর্বে ঋষয়ঃ, সর্বাণি ভূতানি, সর্বাণি ছন্দাঁসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাত্ প্রবর্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। কর্মাখিলং চ নারায়ণঃ। মূর্তামূর্তে চ নারায়ণঃ। কারণাত্মকং সর্বং কার্যাত্মকং সাকলং নারায়ণঃ। তদুভয়বিলক্ষণো নারায়ণঃ। পরঞ্জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশময়ো ব্রহ্মানন্দময়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিত্। ন সমো নাধিক ইত্যসংশয়ম্॥"

অনুবাদ: নারায়ণের প্রতিটি লোমকূপের ভিতরে অসংখ্য কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও স্থাবর জড় জগতের সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একটি করে নারায়ণের অবতার আবির্ভূত হন। সেই নারায়ণ থেকেই হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হন। নারায়ণ থেকেই ডিম্বাকৃতি বিরাট্ স্বরূপ সৃষ্টি হয়। নারায়ণ থেকেই সমস্ত জগতের স্রষ্টা প্রজাপতিরা জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ থেকেই এগারোটি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ থেকেই সমস্ত জগত সৃষ্টি হয়। নারায়ণ থেকেই ইন্দ্র উৎপন্ন হন। সমস্ত দেবতারা নারায়ণ থেকেই উৎপন্ন হন। বারোটি আদিত্য, আটটি বসু, সমস্ত ঋষি, সমস্ত জীব ও সমস্ত ঋক্-ছন্দ (বেদ) – সবই নারায়ণ থেকে উৎপন্ন। সব কিছু নারায়ণ থেকেই প্রবাহিত হয় এবং সবই শেষে নারায়ণ-তত্ত্বে লীন হয়।

তিনি চিরন্তন, অবিনাশী, পরম, স্বয়ম্ভূ। ব্রহ্মা নারায়ণ, শিব নারায়ণ, ইন্দ্র নারায়ণ, দিক্ নারায়ণ, উপদিক্ নারায়ণ, কাল নারায়ণ, সমস্ত কর্ম নারায়ণ, যা মূর্ত তাও নারায়ণ, যা অমূর্ত তাও নারায়ণ। যা কারণ সেই রূপ নারায়ণ, যা কর্ম সেই রূপও নারায়ণ। এবং যিনি এই দুই রূপ থেকেও অতীত, তিনিও নারায়ণ।

তিনি হলেন পরমজ্যোতি, স্বপ্রকাশময়, ব্রহ্মানন্দময়, চিরন্তন, অবিকল্প, নির্মল, অদ্বৈত, শুদ্ধ দেবতা – একমাত্র নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় কেউ নেই। কেউ

তাঁর সমান নয়, কেউ তাঁর চেয়ে বড়ও নয় – এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

উক্ত মন্ত্রটিতেও নারায়ণকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হিসেবে নির্ণয় করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য বিশ্লেষণ পূর্বক " নারায়ণই " যে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ উভয়ই ইহা নির্ণয় কার হইলো।

৮। স্বতন্ত্রতা - ব্রহ্ম হচ্ছেন একমাত্র স্বতন্ত্র। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্বতন্ত্র নেই। বাকিসব দেবতাই তার অধীন।

"ব্রহ্ম স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১-৫-১)

অনুবাদ - ব্রহ্মই সকলের আত্মা অন্যসকল দেবগণ তার অঙ্গস্বরূপ।

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশ্ দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ"

(অথর্ববেদ ১০-৭-১৩)

অনুবাদ - যাহার অঙ্গে তেত্রিশ দেব সমাহিত।

এই থেকে স্পষ্ট সকল দেবগণ সেই জগতাধার স্বরূপ ব্রহ্মের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ। সকল দেবগণ পরব্রহ্মের অংশ। তিনি সকল দেবতার রূপ।

তাহলে একমাত্র স্বতন্ত্র কে?

"বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতা" (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১-১-১)

অনুবাদ - বিষ্ণুই সকল দেবময়।

অনুবাদ - বিষ্ণুই হলো সকল দেবতাদের মূল।

নারায়ণ অনুবাকে বলা হয়েছে -

"সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-১২)।

অনুবাদ- স্বরাট শব্দের অর্থ হলো "স্বয়ং রাজতে ইতি স্বরাট্"- যিনি স্বতন্ত্র সত্তায় অধিষ্ঠিত তিনিই স্বরাট্। অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবান নারায়ণের কোনো নির্মাতা নেই এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র বিধায় তিনি স্বরাট্।

" ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্ধ্ব চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্তং যচ্চ ভব্যম্। "

- নারায়ণই ব্রহ্মা। নারায়ণই শিব। নারায়ণই ইন্দ্র। নারায়ণই কাল। নারায়ণই দিক। নারায়ণই বিদিক। নারায়ণই ঊর্ধ্ব। নারায়ণই অধঃ। ভিতর ও নারায়ণ বাহির ও নারায়ণ। যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সবকিছুই নারায়ণ।

মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২-১৬ এ ও বলা হচ্ছে নারায়ণই সবকিছু।

সুবালোপনিষদ্ - ৬- ২ এ ও নারায়ণকেই সবকিছু বলা হচ্ছে।

উক্ত শ্রুতি প্রমাণে বোঝা যাচ্ছে সকল রুপই তার অথবা সবকিছুই তিনি। তার থেকে কেউ স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু তিনি একমাত্র স্বতন্ত্র। তাইতো অধ্যাত্মোপনিষদ্ এ বলা হচ্ছে -

শরীরের অভ্যন্তরে, হৃদয়রূপী গুহার মধ্যে এক অজন্মা, নিত্য তত্ত্ব বাস করে। পৃথিবী যার দেহ, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থেকে সর্বত্র গমন করেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁকে চেনে না। জল যার দেহ, যিনি জলের মধ্য দিয়ে সঞ্চার করেন, কিন্তু জল তাঁকে চেনে না। অগ্নি যার দেহ, যিনি অগ্নির মধ্যে বিচরণ করেন, কিন্তু অগ্নি তাঁকে চেনে না।

বায়ু যার দেহ, যিনি বায়ুর মধ্যে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু বায়ু তাঁকে চেনে না। আকাশ যার দেহ, যিনি আকাশের ভিতর বিরাজ করেন, কিন্তু আকাশও তাঁকে চেনে না। মন যার দেহ, যিনি মনের ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু মন তাঁকে জানে না। বুদ্ধি যার দেহ, যিনি বুদ্ধির ভিতর সঞ্চার করেন, কিন্তু বুদ্ধি তাঁকে জানে না। অহঙ্কার যার দেহ, যিনি অহঙ্কারের ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু অহঙ্কার তাঁকে জানে না। চিত্ত যার দেহ, যিনি চিত্তের ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু চিত্ত তাঁকে জানে না। অব্যক্ত যার দেহ, যিনি অব্যক্তের ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু অব্যক্তও তাঁকে জানে না। অক্ষর যার দেহ, যিনি অক্ষরের ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু অক্ষর তাঁকে জানে না। মৃত্যু যার দেহ, যিনি মৃত্যুর ভিতর সঞ্চরণ করেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে জানে না। তিনি, যিনি সকল জীবের অন্তর্যামী, পাপ বিনাশকারী, সেই দিব্য দেবতা একমাত্র নারায়ণই।

(অধ্যাত্মোপনিষদ্-১)

অধ্যাত্মোপনিষদের এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা নিম্নরুপ -

এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে -

"শরীরের অভ্যন্তরে, হৃদয়রূপী গুহার মধ্যে এক অজন্মা, নিত্য তত্ত্ব বাস করে।" তিনি এমন এক পরমসত্তা, যিনি

জড় ও জীব উভয়ের অন্তরে থেকে তাদের পরিচালনা করেন, অথচ সেই জড়-জীব তাঁকে জানতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

উক্ত মন্ত্রে নারায়ণকে সর্বব্যাপী, সর্বাধিষ্ঠান পরমাত্মা হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে , যাঁর দেহ স্বরূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—প্রত্যেকটি উপাদানকে তার শরীর বলা হয়েছে। এভাবেই সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন। আবার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি চৈতন্যতত্ত্ব—যেগুলি জীবের অভ্যন্তরীণ অবলম্বন—তাও তাঁর দেহরূপে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই উপাদানগুলো কোনওটাই তাঁকে জানতে পারে না। অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু তাদের দ্বারা বদ্ধ নন।

এখানে প্রকাশ পায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শনের এক চমৎকার তত্ব -"শরীর-শরীরী ভাব।"

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, এই জগৎ এবং জীব সকলেই ঈশ্বরের দেহ, আর ঈশ্বর হলেন সেই দেহের শরীরী। এই দেহ-শরীরী সম্পর্ক কখনোই অভেদ নয়, আবার সম্পূর্ণ ভিন্নতাও নয়; বরং তা এক অনন্য অনন্যাধীন-সম্পর্ক। যেমন, দেহ শরীরী ছাড়া কিছু করতে পারে না, কিন্তু শরীরী দেহ ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকেন—তেমনই ঈশ্বর এই জড় ও জীবতত্ত্বের মধ্যেই থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, অথচ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

এই মন্ত্রে থেকে বোঝা যাচ্ছে - তিনিই সকল জীবের অন্তর্যামী, পাপ বিনাশকারী, সেই দিব্য দেবতা একমাত্র নারায়ণই।"

এখানে ব্রহ্মকে নির্দিষ্টভাবে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, এখানে কোনো নিরাকার, নির্বিশেষ, ব্রহ্মের কথা বলছে না—বরং এক সব্যক্ত, সচ্চিদানন্দ, করুণাময় পরম পুরুষ নারায়ণের কথাই বলছে, যিনি পাপ নাশ করেন, শরণাগতকে রক্ষা করেন, জীবকে তাঁর দেহরূপে ধারণ করেন, এবং সেই জীবের অন্তরে অবস্থান করেও তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে জীব ও জগতের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব—যেখানে জীব চিরতরই ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বর তাঁর অধিষ্ঠাতা, নিয়ন্তা, ও অভিভাবক।

সুতরাং, এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবেই নারায়ণকে স্বতন্ত্র বলা হচ্ছে।

৯। সর্বজ্ঞতা-ব্রহ্মের একটি অন্যতম গুণ হল সর্বজ্ঞতা — অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সর্ববিষয়ে অবগত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল তথ্য যাঁর জ্ঞানে অনবরত উপলব্ধ। এই গুণের ভিত্তিতে তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ, এবং

এই গুণেই তিনি দেবগণ ও সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ অধিপতি।

তাইতো শ্রুতিতে বলা হচ্ছে -

"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্।"

(মুণ্ডক উপনিষদ ১।১।৯)

অনুবাদ – যিনি সব কিছু জানেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্ — তিনিই ব্রহ্ম।

এই উপনিষদীয় বচন অনুসারে পরমেশ্বরের স্বরূপগুণের অন্যতম হলো তাঁর সর্বজ্ঞতা। তিনি কোনও বিষয় শেখেন না, তাঁর কোনো কিছু জানার জন্য নতুন করে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই; তিনি স্বভাবতই সর্বজ্ঞ।

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥"

(ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৬)

অনুবাদ – কেই বা প্রকৃতভাবে জানে, কেই বা এই সৃষ্টির বর্ণনা দিতে পারে? দেবগণ সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছেন, অতএব সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার বিষয়ে তারা কিছুই জানে

না।

এই ঋক থেকে স্পষ্ট যে দেবতারা, যাঁদের সাধারণত লোকে সর্বজ্ঞ ভাবেন, তারাও আসলে সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তাই সৃষ্টির মৌলতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁরা অবগত নন। একমাত্র সেই পরমসত্তাই (নারায়ণ) সব জানেন যিনি সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিলেন।

"অনন্তং, অব্যয়ং, কবিং, সমুদ্রেন্তং, বিশ্বশম্ভুবম্।"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।১৩।৬)

অনুবাদ – যিনি অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, যিনি সমস্ত বিশ্বে শান্তি ও মঙ্গল প্রদান করেন – তিনিই পরমেশ্বর।

এখানে “কবিঃ” শব্দটি বেদের ভাষায় "সর্বজ্ঞ" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টি ও সমস্ত জীবের গতিবিধি জানেন এবং তাঁরই জ্ঞানের আলোয় সমস্ত জগৎ পরিচালিত হয়।

"পরো মাত্র্যা তত্ত্বা বৃধান ন তে মহিমন্বশ্ববস্তি।

উভে তে বিন্ন রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে॥"

(ঋগ্বেদ ৭।৯৯।১)

"ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দিব মহিয়ঃ পরমন্তমাপ॥"

(ঋগ্বেদ ৭।৯৯।২)

অনুবাদ – হে বিষ্ণু! তুমি সমস্ত সীমানার অতীত। তোমার মহিমার কোনো সীমা নেই। জন্মগ্রহণকারী বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী কেউই তোমার সর্বজ্ঞ মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না।

এই ঋকদ্বয়ে সর্বজ্ঞ নারায়ণের জ্ঞানের অসীমতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি জন্মগ্রহণকারী দেবতাগণও নারায়ণের জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

"পতিং বিশ্বস্য আত্মা ঈশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥"

(মহানারায়ণ উপনিষদ ১০।১৩।৩ / তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।১৩।৩)

শব্দার্থ ও বিশ্লেষণ:

পতিং বিশ্বস্য – যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু; অর্থাৎ সব কিছুর অধীশ্বর।

আত্মা ঈশ্বরং – যিনি সকল জীবের অন্তস্থ আত্মা ও ঈশ্বর।

শাশ্বতং – যিনি চিরন্তন, কালাতীত।

শিবমচ্যুতম্ – যিনি মঙ্গলময় ও কখনও পতিত হন না; অনন্ত ও অবিনাশী।

নারায়ণং – সেই সর্বোচ্চ সত্তা, যাঁর নাম নারায়ণ।

মহাজ্ঞেয়ং – যিনি জ্ঞেয় বস্তুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চূড়ান্তভাবে জ্ঞেয়; জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ হওয়ার যোগ্য একমাত্র পরম সত্য।

বিশ্বাত্মানং – যিনি সমস্ত জগতের অন্তর্যামী আত্মা।

পরায়ণম্ – যিনি পরম গতি; যাঁর মধ্যেই সকলের পরিণতি।

এই মন্ত্রে নারায়ণের সর্বজ্ঞতা কীভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে চলুন সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করা যাক :

মহাজ্ঞেয়ং শব্দটি স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে নারায়ণ হলেন সেই পরম সত্তা যাঁকে জানার মাধ্যমে সমস্ত কিছু জানা হয়ে যায় (যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান)। তিনি সকল জ্ঞেয় বস্তু থেকে অতীত, অথচ সকল জ্ঞেয় বস্তু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত।

বিশ্বাত্মানং – এই অংশে বোঝানো হয়েছে, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী, অর্থাৎ প্রতিটি চৈতন্যসত্তার অন্তরে অবস্থান করে তাদের চিন্তা, অনুভব, ও কর্ম জানেন। এই অবস্থান ও অধিষ্ঠানই তাঁর সর্বজ্ঞতার মৌল ভিত্তি।

পতিং বিশ্বস্য – যেহেতু তিনি সমস্ত জগতের প্রভু, তাই

সমস্ত কার্য-কারণ, সব জড় ও চেতনের গতিবিধি তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়; বরং সব কিছু তাঁর অধীন। একজন প্রকৃত প্রভু মানেই তিনি সব কিছু জানেন – অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

বেদ, উপনিষদ ও আরণ্যক একবাক্যে ঘোষণা করে – পরমেশ্বর নারায়ণই একমাত্র সর্বজ্ঞ সত্তা। দেবতারা নিজ নিজ গুণে পরিপূর্ণ হলেও তারা সৃষ্টির পরে উৎপন্ন এবং সীমাবদ্ধ। সৃষ্টির আগে, পরে এবং সমস্ত কালের অনন্ত স্রোতে যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই পরব্রহ্ম – ভগবান নারায়ণ।

তাই শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রমাণিত হয় যে –

"সর্বজ্ঞঃ পরব্রহ্ম নারায়ণঃ।"

১০।সর্বৈশ্বর্য্য: শ্রুতিগ্রন্থসমূহে পরমাত্মা ভগবান নারায়ণের সর্বত্র ব্যাপ্তি, সর্বশক্তিময়তা এবং সমস্ত দেবতাদের প্রেরণাশক্তি হিসেবে তাঁর অবস্থান গভীরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ, দেবতারা, যজ্ঞ ও কর্মশক্তি সবই চালিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিসমূহের

বর্ণনায় আমরা একটি সুসংহত চিত্র পাই।

নারায়ণসূক্ত-এ বর্ণিত হয়েছে:

"বিশ্বং এব ইদং পুরুষঃ। তদ্বিশ্বং উপজীবতি॥"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০.১৩.২)

বাংলা অর্থ: এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই পরমপুরুষ নারায়ণ। এই জগৎ তাঁর দ্বারাই অধিষ্ঠিত ও সঞ্চালিত।

এই মন্ত্রটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, জড় বা চেতন, ক্ষুদ্র বা মহান—সমস্ত কিছুই ভগবান নারায়ণের শক্তির উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনোকিছুর অংশ নন; বরং সমস্ত কিছু তাঁর অংশ এবং তিনি সবার আশ্রয়।

-দেবতারা নারায়ণের সহায়তাতেই তাদের শক্তি প্রাপ্ত হন

ঋগ্বেদে দেবতাদের শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রেও পরব্রহ্ম নারায়ণের সহায়তা ও দান উল্লেখিত হয়েছে:

"অস্য দেবস্য মীঢুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃত্বে হবির্ভিঃ।

বিদে হি রুদ্রো রুদ্রীয়ং মহিত্বং, যাসিষ্ঠং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ॥"

(ঋগ্বেদ ৭.৪০.৫)

বাংলা অর্থ: অতি দয়ালু, হব্যগ্রাহী শ্রীবিষ্ণুর অংশ থেকেই হবি গ্রহণের দ্বারা রুদ্র তাঁর রুদ্রীয় গৌরব ও

মহিমা অর্জন করেন। অশ্বিনীকুমাররাও তেমনি তাঁর সহায়তায় নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর করুণাসাগরস্বরূপ সত্তা ও তাঁর অংশস্বরূপ শক্তিবিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। দেবতারা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নন; তাঁদের দেবত্ব নারায়ণের অনুমোদনে ও শক্তিতে সমর্থ হয়।

-রুদ্রের শক্তি ও যুদ্ধশক্তিও নারায়ণ-প্রদত্ত

আরেকটি ঋক (ঋগ্বেদ ১০.১২৫.৬) আমাদের বলে:

"অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।"

বাংলা অর্থ: আমি (পরব্রহ্ম) রুদ্রের ধনুক প্রসারিত করি ব্রহ্মদ্বেষী অসুরদের বিনাশের জন্য।

এখানে ‘আমি’ অর্থাৎ স্বয়ং পরব্রহ্ম নারায়ণ, যিনি রুদ্রকে অস্ত্র ধারণ করিয়ে ব্রহ্মদ্বেষীদের বধে সক্ষম করেন। অতএব, রুদ্রের শৌর্য-বীর্যও নারায়ণের দান ও অনুমতিকৃত।

-ইন্দ্রের শক্তি ও বীর্য নারায়ণের দ্বারা বর্ধিত

ঋগ্বেদ (১০.১১৩.২) এ বলা হয়েছে:

"তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান মধুনো বিরূপশতে।

দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্ব্বত্রং জঘন্বা

অভবদ্বরেণ্যঃ॥"

বাংলা অর্থ: বিষ্ণু তাঁর তেজস্বরূপ মহিমা ও সোমলতাজাত রস ইন্দ্রকে প্রদান করেন, যার দ্বারা ইন্দ্র দেবগণের সহায়তায় বৃত্রাসুরকে বধ করে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভজনীয় হয়ে ওঠেন।

এই মন্ত্রে ইন্দ্রের বিজয় ও গৌরবের মূলে যে বিষ্ণুর শক্তি অবদান রেখেছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

-শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞরূপে বিষ্ণুর ব্যাখ্যা

শতপথ ব্রাহ্মণ (১.১.২.১২)-এ বলা হয়েছে:

"যজ্ঞই বিষ্ণু। দেবগণের মধ্যে যে পরাক্রম, তা বিষ্ণুই তাঁর পরাক্রম দ্বারা দেবগণকে প্রদান করেন। তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক—এই তিন পদ দ্বারা সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত।"

ব্যাখ্যা: এখানে যজ্ঞ ও বিষ্ণুর অভিন্নতা প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ যজ্ঞও বিষ্ণুর রূপ এবং যজ্ঞের মাধ্যমে ইহলোক-পরলৌকিক ফল ও দেবতাগণের শক্তি অর্জিত হয়।

উপরোক্ত শ্রুতি উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরম পুরুষ নারায়ণই সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি না থাকলে দেবতারা নিস্প্রভ, জগৎ অচল এবং যজ্ঞ নিষ্ফল হয়ে পড়ে। দেবগণের সমস্ত কর্মশক্তি, দেবত্ব এবং গৌরব তাঁরই অংশবিকাশ।

১০।সত্যতা -

শ্রুতি প্রমাণে পরমব্রহ্মের যে গুণসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গুণ হল ‘সত্যতা’। এই সত্যতা কেবল সাধারণ সত্য বোধে নয়, বরং তা চিরন্তন, পরিবর্তনহীন, এবং নিজতত্ত্বে অপরিবর্তনীয় এমন এক পরম সত্য যা জগৎ ও জগতের সৃষ্টির ভিত্তি। শ্রুতি প্রমাণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই পরম সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে ভগবান নারায়ণের সাথেই সমার্থক।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২.১.১) বলছেন:

“সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম”

অর্থাৎ, ব্রহ্ম হলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ।

এই বাক্যটির মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বের মূল তিনটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে—

১) সত্য: যিনি সর্বদা বর্তমান, অবিনাশী, ও পরমতত্ত্বে অবিচল।

২) জ্ঞান: যিনি সর্বজ্ঞ, আত্মপ্রকাশশীল ও জ্ঞানময়।

৩) অনন্ত: যিনি সীমাবদ্ধ নন, অনাদি-অনন্ত।

এই তিনটি গুণ ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ চেতনারূপে প্রতিষ্ঠা করে।

এই ব্রহ্মরূপ গুণসমূহ কেবল তত্ত্ব নয়, ব্যক্তিগতভাবে এক পরম সত্তার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে—তিনি ভগবান নারায়ণ। একাধিক উপনিষদে এ বিষয়ে সরাসরি ঘোষণা রয়েছে।

বরাহোপনিষদ (৩.২) এ বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং ঘোষণা করেন:

“সত্যং জ্ঞানং অনন্তং যত্ পরং ব্রহ্ম আহমেব তৎ।”

অর্থাৎ, “যে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম—সেই আমিই।”

এখানে ভগবান স্বয়ং নিজেকে ঐ ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম’ রূপে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, যাকে উপনিষদ অব্যক্ত ও নিরাকার ব্রহ্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছে, সেই পরম তত্ত্বই নারায়ণরূপে ব্যক্ত হয়েছেন।

তারাসারোপনিষদ (৩-৯) এ বলা হয়েছে:

“শ্রীপরমাত্মা নারায়ণ .... মুক্তসত্যপরমানন্দ .... নমো নমঃ।”

অর্থাৎ, “মুক্ত, সত্য, ও পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীনারায়ণকে আমি নমস্কার জানাই।”

এখানে ‘সত্য’ গুণটি সরাসরি শ্রীনারায়ণের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হিসেবে বিবৃত হয়েছে।

‘সত্য’ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে এসেছে √সত্ ধাতু থেকে,

যার অর্থ—বিদ্যমানতা, চিরস্থায়িত্ব, অবিনাশিতা।

ব্রহ্মের যে 'সত্যতা' গুণটি উপনিষদে শ্রুতি-ঘোষণায় নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত, তা শুধুমাত্র এক নিরাকার ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং সেই গুণটি, ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রূপে যে সত্তার মধ্যে বর্তমান, তিনি হলেন শ্রীনারায়ণ। তিনিই স্বয়ং ঘোষণা করেছেন—"আমি সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"

অতএব, ব্রহ্মের সত্যতা গুণ নারায়ণের মধ্যেই পূর্ণরূপে বর্তমান। সেইজন্য শাস্ত্রসম্মতভাবেই বলা যায়—

নারায়ণই পরমব্রহ্ম।

১১।আনন্দময় -

ব্রহ্মসুত্র - ৩-৩-১১ এ বলা হচ্ছে -

"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"

অনুবাদ- আনন্দাদয়ঃ-আনন্দ প্রভৃতি গুণ; প্রধানস্য-ব্রহ্মের; (অভেদাৎ-পূর্ব সূত্র হইতে সংগৃহীত)-এই সকল বিলক্ষণ গুণ, গুণী ব্রহ্মে সর্বত্র সমানভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সমস্ত ব্রহ্ম বিদ্যায় এই সকল গুণের উপসংহার কর্তব্য।

ব্যাখ্যা- এই সূত্রে বলা হচ্ছে যে, আনন্দ, জ্ঞান, অনন্ততা, শক্তি, ক্ষমতা, করুণা ইত্যাদি যেসব গুণ শ্রুতিতে ব্রহ্মের বর্ণনায় এসেছে, সেগুলো সকল ব্রহ্মবিদ্যায় বা উপাসনায় সাধারণভাবে ব্রহ্মে আরোপণীয় ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, এসব গুণ সব ক্ষেত্রেই ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে এই গুণগুলোর উপস্থিতি ধরে নিতে হবে।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় বা পরমানন্দ স্বরুপ বলা হয়েছে। যথা -

গোপালপূর্বতাপনী - ৩৭-

"নমো বিজ্ঞানরুপায় পরমানন্দরুপিনে"

অর্থাৎ - তুমি জ্ঞানময় পরমানন্দস্বরুপ।

অথর্ববেদান্তার্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্- ২-১৪,১৫ এ নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে -

"পরমানন্দলক্ষণ"

"পরমান্দলক্ষণপর"

অর্থাৎ - তুমি পরমানন্দ লক্ষণ যুক্ত।

ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পরমেশ্বর নারায়ণকেই পরমানন্দ বলা হচ্ছে।

এগুলো ছাড়াও পরমব্রহ্ম নারায়ণ আরো অনেক কল্যাণ গুণে ভূষিত। যেগুলোর উল্লেখ করলে লেখা অতিবৃহৎ হবে এবং পাঠকদের ও পড়তে অনিহা জাগতে পারে।

ব্রহ্মের লক্ষণ নির্ণয় পূর্বক ইহা প্রতিপাদিত হলো যে - কল্যাণ গুণের আকর নারায়ণই পরমব্রহ্ম।

২।নারায়ণের নিত্য রূপ সম্পর্ক শ্রুতি বচণ

আমরা ইতিপূর্বে শ্রুতি ও শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নারায়ণই পরমতত্ত্ব বা পরমব্রহ্ম। কেননা, উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতিগ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের যে যে লক্ষণ (সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা, স্বতন্ত্রতা,নিত্যতা ইত্যাদি), তা পরিপূর্ণভাবে কেবল ভগবান নারায়ণের সঙ্গেই মিলে যায়।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসে – সে নারায়ণের স্বরূপ কী? আমরা 'নারায়ণ' শব্দটিকে পরমব্রহ্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি ঠিকই, কিন্তু এই নারায়ণ শব্দে কাকে বোঝানো হচ্ছে? এটি কি কেবল এক নির্গুণ, নিরাকার ধারণামাত্র? নাকি এই নারায়ণ স্বরূপতই কোনো নিত্য, চিদানন্দময়, সত্য রূপে বিদ্যমান?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা শ্রুতি-প্রমাণের মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেখব।

শ্রুতি কী বলে সেই নারায়ণের রূপ সম্বন্ধে?

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করি শুক্ল-যজুর্বেদের পুরুষসূক্তে (৩১/২২) বলা হয়েছে–

"শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ।"

অর্থাৎ – “হে আদিত্যমণ্ডলস্থ পরমপুরুষ! শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার পত্নী।”

এই মন্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, সেই আদিত্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ বা নারায়ণের পত্নী হলেন ভূদেবী ও লক্ষ্মীদেবী।

এছাড়াও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩/১/২/৬) বর্ণিত হয়েছে–

"মহীং দেবীং বিষ্ণুপত্নীম্।"

অর্থাৎ – “ভূদেবী হলেন ভগবান বিষ্ণুর পত্নী।”

আর লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে ঋক্ খিলসুক্ত (২/৬/২৬)-এ বলা হয়েছে

"মহালক্ষ্মীঁ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নীঁ চ ধীমহি। তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াত্॥"

অর্থাৎ – “আমরা মহালক্ষ্মীদেবীকে জানি, যিনি ভগবান বিষ্ণুর পত্নী; তিনি আমাদের চেতনা উদ্দীপ্ত করুন।”

অতএব, শ্রুতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদিত হয় যে লক্ষ্মী ও ভূদেবী হলেন ভগবান নারায়ণের সহধর্মিণী। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ‘নারায়ণ’ কেবল নির্গুণ ধারণা নন, বরং তিনি লক্ষ্মীপতিত্ব-সহিত এক নিত্য, স্বরূপতঃ

নির্ধারিত সচ্চিদানন্দময় পুরুষ।

সকলেই জানি, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ বলতে বোঝায় সেই চতুর্ভুজ পুরুষ, যিনি—

কিরীটধারী,

শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন,

শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণিধারী,

বনমালাবিভূষিত,

পীতাম্বরধারী,

শুদ্ধ-স্ফটিকসদৃশ বর্ণসম্পন্ন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য "বেদার্থসংগ্রহ" গ্রন্থে ব্রহ্মের রূপবত্ত্বা নির্ণয়ে বলেছেন -

'(সূর্য ও চক্ষুর) অভ্যন্তরস্থ (যে পুরুষ তিনি ব্রহ্ম), যেহেতু তাহার (পরমাত্মার) এইরূপ ধর্মের উপদেশ আছে (ব্রঃ সুঃ১।১/২১)। (এই সূত্রের অভিপ্রায়-আলোচ্যমান প্রকরণে যাঁহার রূপের প্রশংসা করা হইতেচে তিনি হইতেছেন পরমব্রহ্মই) ॥২১৯॥

যথা-'যে পুরুষ এই আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্বর্তী, তাহার প্রভা হইতেছে গলিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার জ্যোতি শত সহস্র সূর্যের ন্যায়। তাঁহার আয়ত অমল নয়নযুগলের শোভা গভীর জল হইতে উৎপন্ন নালে পরিকরের দ্বারা সঙ্গ বিকসিত পদ্ম-পলাশের গায়। তাঁহার ভ্রুযুগল এবং ললাটদেশ সুন্দর, তাহার সুনাসা, তাঁহার প্রবাল অধর মন্দস্মিত, গণ্ডস্থল শুরুচি ও কোমল, তাহার গ্রীবা ত্রিবলীশোভিত (কম্বকণ্ঠ)। তাঁহার শ্রুতিমূলে বিলম্বিত চারু দিব্য কর্ণফুল, তাঁহার ভুজ পুষ্ট এবং গোলাকার, তাঁহার তামাভ করতল অনুরঞ্জিত অঙ্গুলী সুশোভিত, কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, তাঁহার সমস্ত অঙ্গই সমুচিতভাবে বিভক্ত, তাঁহার অনুপম দিব্যরূপের লাবণ্য সমস্ত বর্ণনাকেই হীন করিয়া দেয় অর্থাৎ সম্যক্ বর্ণনার অতীত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ স্নিগ্ধ, বিকসিত কমলের ক্লায় তাঁহার চরণযুগল, তাঁহার পরিধানে অনুরূপ

পীতাম্বর। অমল কিরীট-কুণ্ডল-হার-কৌস্তুভ-কেয়ুর কটক নূপুর উদরবন্ধন প্রভৃতি তাঁহার অপরিমিত আশ্চর্য অনন্ত দিব্য বিভূষণ। তিনি শঙ্খ চক্র গদা অসি শাঙ্গধনু শ্রীবৎস ও বনমালায় অলঙ্কত। তাঁহার অনবধিক অতিশয়

সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি এবং চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন। তাঁহার লাবণ্যরূপ অমৃতে তিনি অশেষ চরাচরকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার যৌবন নিত্য অতি অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য। স্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায়

তাঁহার সৌকুমার্য। ভক্তের প্রতি তাঁহার অবলোকন সুমিষ্ট, স্নেহ এবং করুণাপূরিত। তাঁহার দিব্য অঙ্গগন্ধে সমস্ত দিগন্তরাল পুণ্যগন্ধসুবাসিত। তাঁহার গম্ভীর ভাব ত্রিলোক আক্রমণে (ত্রিবিক্রম-লীলায়) প্রবৃত্ত। এইরূপ পরমপুরুষ গুহায়, আদিত্য-মধ্যে দৃষ্ট হয়েন। ইনিই নিখিল জগতের উদয় বিভব ও লয়ের লীলাকারী, সমস্ত হেয়রহিত, সমস্ত কল্যাণগুণনিধি, অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্)। ইনিই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম নারায়ণ ॥২২০॥

(বেদার্থ সংগ্রহ - ২২০)

এই রূপই নারায়ণের নিত্য, চিদানন্দময়, দিব্য রূপ, যা কেবল ভক্তিপথেই উপলব্ধ হয়। এই রূপকে উপনিষদ ও আরণ্যকে কোথায় কোথায় বর্ণনা করেছে, তা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখব।

যথা-

স্মরন্নারায়ণং দেবং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্।

শুদ্ধস্ফটিক সংকাশং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥

যোগতত্ব উপনিষদ্-৮৯

অনুবাদ:সেই দেবতা নারায়ণকে স্মরণ করো- যিনি চারভুজবিশিষ্ট, মুকুটধারী, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিমান, পীতবস্ত্র পরিহিত এবং অচ্যুত (যিনি কখনো

পতিত হন না)।

ব্যাখ্যা: এই মন্ত্রে ভগবান নারায়ণকে চতুর্ভুজ (চারভুজবিশিষ্ট), কিরীট (মুকুট) ধারী, শুদ্ধ স্ফটিকের মতো দীপ্তিমান এবং পীতবাস পরিহিত রূপে স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ‘অচ্যুত’ শব্দ দ্বারা তাঁর অপরিবর্তনীয়তা ও অব্যবচ্ছিন্নতা নির্দেশিত হয়েছে। এই রূপ ধ্যানযোগের জন্য নিখুঁত, কারণ এটি নিত্য, দীপ্তিময়।

"নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরায় "

(আত্মোবোধোপনিষদ্ - ১-১)

অনুবাদ - শঙ্খ, চক্র, গদাধারী নারায়ণকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে নারায়ণকে শঙ্খচক্রগদাধারী বলা হচ্ছে।

তস্য মধ্যগতং দেবং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্।

শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তামণিবিভূষিতম্।।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।

এবং ধ্যায়েন্ মহাবিষ্ণুম্ এবং বা বিনয়ান্বিতঃ।।

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিতম্।

চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং পূরকেণ বিচিন্তয়েত্।।

(ধ্যানবিন্দুপোনিষদ্ - ২৮,২৯,৩০)

অনুবাদ:সেই মণিময় সিংহাসনের উপর নিরঞ্জন ভগবান বাসুদেব বিরাজমান। তিনি বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি ধারণ করেন, মুক্তা-রত্ন দ্বারা অলংকৃত। তাঁর বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ এবং তিনি কোটি কোটি চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান। এইরূপ মহাবিষ্ণুকে বিনয়ের সঙ্গে ধ্যান করা উচিত। অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের পূরক পর্যায়ে— যিনি নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর বর্ণ অতসী ফুলের ন্যায়, সেই চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করা উচিত।

ব্যাখ্যা - ভগবানের ধ্যান সম্পর্কিত এই মন্ত্রে তার রুপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ নারায়ণ শব্দে বা বিষ্ণু শব্দে অন্য - কোনো দেবতাকে বুঝাচ্ছে না অথবা নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝাচ্ছে না। সেই চতুর্ভুজধারী নারায়ণকেই বুঝাচ্ছে। নাহলে তার ধ্যান সম্পর্কিত মন্ত্রে তার রুপের উল্লেখ থাকতো না।

মথুরায়াং স্থিতিব্রহ্মন্ সর্বদা মে ভবিষ্যতি।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাবৃতস্তু বৈ ॥ ৪৫ ॥

(গোপালতাপনী-উত্তরবিভাগ)

অনুবাদ-হে ব্রহ্মন্! শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী

হইয়া সর্ব্বদা আমারই মথুরায় অবস্থিতি হইবে ॥ ৪৫ ॥

এখানে নারায়ণের মথুরায় অবস্থানের উল্লেখ এবং তাঁর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সহ সজ্জিত রূপের বর্ণনা দেখা যায়। এই রূপ স্থিত ও নিত্যসত্তার চিহ্ন, যেখানে ঈশ্বর নিজে ধরা দেন।

শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযু

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশাঙ্গ পদ্মগদান্বিতং ॥ ৬১ ॥

(গোপালতাপনী-উত্তরবিভাগ)

অনুবাদ - তদনন্তর আমার হৃদয়স্থ শ্রীবৎস চিহ্ন ও প্রভাযুক্ত কৌস্তুভমণি ধ্যান করিবে, পরে শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ ও পদ্ম-যুক্ত ভুজচতুষ্টয়কে ভাবনা করিবে ॥ ৬১॥

ভগবান নারায়ণ হৃদয়ের মধ্যভাগে বিরাজমান, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভে বিভূষিত, এবং চতুর্ভুজে নানা অস্ত্রধারী। তাঁর এই রূপ আন্তরিক ধ্যানের এক পরম ধ্যানযোগ্য বিন্দু। এখান থেকেও প্রমাণিত নারায়ণ চতুর্ভুজ ধারী এবং এটিই ওনার নিত্যরূপ।

ভ্রুমধ্যনিলয়ো বিন্দুঃ শুদ্ধস্ফটিকসংনিভঃ ।

মহাবিষ্ণোশ্চ দেবস্য তৎ সূক্ষ্মং রূপমুচ্যতে ।।

যোগশিখোপনিষদ্ - ৫-৩৪

বাংলা অনুবাদ-দুইটি ভ্রুর মাঝে অবস্থানকারী বিন্দু শুদ্ধ

স্ফটিকের মতো দীপ্তিময় হয়ে থাকে , এবং তাকে মহাবিষ্ণু দেবের রূপ হিসেবে মনে করা হয়।

অনুবাদ-দেহের পৃথিবী-অংশে অর্থাৎ জানু অবধি পদ পর্যান্ত অংশে ভব-বন্ধন বিমুক্তির জন্য যোগী চতুর্ব্বাহু, কিরাটধারী, অনিরুদ্ধ হরির ভাবনা কারবেন।

(ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষদ - ১৪২)

বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণে দেখা যাচ্ছে - চতুর্ভুজধারী, পীতবাসন পরিহিত, কৌস্তভমনি, বনমালাসোভিত রুপটিই হচ্ছে নারায়ণের নিত্যরুপ।

এই রূপ একান্তই স্বতন্ত্র, নিরাকার ধারণার মতো অব্যক্ত নয়। কারণ নিরাকার ব্রহ্ম হলে এইরূপ দৃশ্যমান রূপ, অস্ত্র, অলঙ্কার, পত্নী ও ধ্যানমন্ত্র থাকত না। আবার সাধারণ দেবতার মতো এই রূপ শুধুমাত্র লীলা-নিমিত্ত রূপও নয়, কারণ শ্রুতি বারংবার বলেন, এই রূপ ধ্যানযোগ্য, এই রূপই অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, এবং এই রূপই বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপে বিরাজ করেন।

আবার এই পরমেশ্বর নারায়ণই পরমাত্মারুপে নিরাকারভাবে সমস্ত জগতে অবস্থান করেন।

তাইতো শ্রুতিতে বলতেছে -

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ , অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:-৩)

অর্থ:- নারায়ণই হচ্ছে জ্ঞানের যোগ্য সর্বোচ্চ পরম বস্তু বা লক্ষ্য। তিনিই বিশ্বের আত্মা। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছু পরম গতি।

এইভাবেই শ্রুতি প্রমাণে প্রতিপাদ্য হয়— 'নারায়ণ' নামটি গুণবাচক পদ বা ব্রহ্মবাচাক শব্দ নয়; যেই শব্দের দ্বারা অন্যকোনো দেবতা অভিধেয় হোন। বরং তিনি হলেন একটি স্বতন্ত্র, চিদানন্দময়, দিব্য, চতুর্ভুজ রূপে বিরাজমান পরমপুরুষ, যিনি একমাত্র পরমব্রহ্ম।

৩।নারায়ণের নিত্য ধাম সম্পর্কে শ্রুতিবচণ।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিশ্লেষণ করেছি যে, নারায়ণই পরমব্রহ্ম—তিনি সকল দোষ ও গুণাতীততাবোধক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, চিরনিত্য, এবং স্বরূপত শুদ্ধ। এই নারায়ণের একটি নিত্যরূপ আছে—যেটি কখনো পরিবর্তন হয় না, ক্ষয় হয় না, ও যা চিরকাল একইরকম জ্যোতির্ময় ও দিব্য থাকে। এই দিব্যরূপ কোনো সৃষ্টিকালের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং স্বয়ম্ভু, স্বনির্ভর ও সনাতন।

যেহেতু তার নিত্যরুপ আছে এবং তিনি নিত্য তাই তার নিত্য ধাম ও অবশ্যই আছে। কারণ এই সমস্ত জীব-জগত সৃষ্টির পূর্বের সেই নারায়ণের মধ্যেই সৎ এবং সুক্ষরুপে অবস্থান করেন এবং সৃষ্টির শুরুতে তারই শরীররুপে বিস্তার হন। আবার লয়কালে তারমধ্যেই সৎ ও সুক্ষরুপে লীন হয়ে যায়। যদি এই সমস্ত জগত সৃষ্টির পূর্বে এবং লয়ের পরে তার মধ্যেই অবস্থান করেন তাহলে তিনি তার নিত্যরুপে কোথায় অবস্থান করেন? তার নিত্যধাম কোনটি? তার ভক্তরা তাকে প্রাপ্তির পর কোনধামে গমণ করবেন?

শ্রুতি প্রমাণের মাধ্যমে সেই বিষয়েই আলোচনা করবো এখানে।

আমরা বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে দেখতে পাই -

"তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ "

এই মন্ত্রটি বিভিন্ন উপনিষদ্ এবং বেদ সংহিতা ভাগে পাওয়া যায়।

যথা- তারাসারোপনিষদ্ - ৩-১১,ত্রিপূরতাপনী-৪-১৩,পৈঙ্গলোপনিষদ্-৪-৩০,গোপালপূর্বতাপনী-২৭,মুক্তিকোপনিষদ্-৭৭,বরাহোপনিষদ্-৫-৭৬,শাণ্ডিল্যপোনিষদ্-১-৩৬-৪,সুবালোপনিষদ্-৬-৭,ঋগ্বেদ ১/২২/২০ ইত্যাদি

এই মন্ত্রের বিশ্লেষণে রামানুজাচার্য বলেছেন -

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইতি, বিষ্ণোঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমং পদম্ "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ” ইতি বচনাৎ সর্বকালদর্শনবন্তঃ পরিপূর্ণজ্ঞানাঃ কেচন সন্তি ইতি জ্ঞায়তে। যে সূরয়ঃ তে সদা পশ্যন্তি ইতি বচনব্যক্তিঃ। যে সদা পশ্যন্তি তে সূরয়ঃ ইতি বা।

অর্থাৎ -'সেই বিষ্ণুর পরমপদ'-ইহার অর্থ, বিষ্ণু পরম ব্রহ্মের পরম পদ; 'সুরিগণ সর্বদা দর্শন করেন'-ইহার অর্থ, সর্বকাল-দর্শী পরিপূর্ণ জ্ঞানবান জীব কেহ কেহ আছেন,

তাঁহারা সূরী পদবাচ্য। এই সকল সুরী (পরমপদ) সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা যাঁহারা সর্বদা দর্শন করেন তাহারাই সূরী পদবাচ্য ॥

(বেদার্থসংগ্রহ - ২০৩)

ব্যাখ্যা -

“সেই বিষ্ণুর পরমপদ” – এর অর্থ: - "বিষ্ণু পরম ব্রহ্মের পরম পদ" – অর্থাৎ, বিষ্ণু তিনি পরম ব্রহ্ম। আর "পরম পদ" বলতে বোঝানো হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্থান বা অবস্থান, যা সর্বোচ্চ এবং অনন্ত, যেমন – বৈকুণ্ঠ, যেখানে দুঃখ নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই।এই "পরম পদ" হলো সেই স্থান যেখানে মুক্ত আত্মারা গিয়ে অবস্থান করে এবং চিরকাল পরমেশ্বর বিষ্ণুর সান্নিধ্যে থাকে।

“সুরিগণ সর্বদা দর্শন করেন” – এর অর্থ:

এখানে "সূরী" শব্দটি এসেছে 'সূর' থেকে, যার অর্থ সাধু, ঋষি, জ্ঞানী, পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের মতে , এমন কিছু মহান আত্মা বা জীব আছেন যাঁরা:

সর্বদা দর্শন করেন – অর্থাৎ তাঁরা চিরকাল, নিরবিচারে, সেই পরম পদ দর্শন করতে সক্ষম।

তাঁরা সর্বকাল-দর্শী, কারণ তাঁদের জ্ঞান কাল, স্থান, কারণ – সব কিছু অতিক্রম করেছে।

এই সমস্ত মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদেরই সূরী বলা হয়েছে।

"অথবা যাঁহারা সর্বদা দর্শন করেন, তাহারাই সূরী পদবাচ্য" – অর্থাৎ "সূরী" শব্দের অর্থ সেইসব জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁরা সর্বদা পরম পদ (বিষ্ণুর ধাম বা স্বরূপ) দর্শন করেন।

এখানে সূরী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা হয়েছে—এরা সেই যোগ্য আত্মারা, যাঁরা ঈশ্বরদর্শনের অযোগ্যতা অতিক্রম করে চিরস্থায়ীভাবে বিষ্ণুর দর্শনলাভ করেছেন।

এখন অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে - "তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্" শ্রুতিবাক্যে বিষ্ণু নামক ব্রহ্মের পদকে বুঝাচ্ছে কোনো স্থান বা ধামকে নয়।

এর প্রত্যুত্তরে শ্রীপাদ্ রামানুজাচার্য বেদার্থ সংগ্রহ - ২০৭ এ উল্লেখ করিয়াছেন -

নৈবম্ - "ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে", “তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্”, “যোহস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্”, "যো বেদ নিহিতৎ গুহায়াৎ পরমে ব্যোমন্” ইত্যাদিষু পরস্থানস্যৈব

দর্শনাৎ, "বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইতি ব্যতিরেক নির্দেশাচ্চ। "বিষ্ণবাখ্যং পরমং পদম্” ইতি বিশেষণাৎ অন্যদপি পরমং পদং বিদ্যতে ইতি তেনৈব জ্ঞায়তে তদিদং পরস্থানং সুরিভিঃ সদা দৃশ্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে।

তদুত্তরে বলি-না, এই অভিমত ঠিক নহে। কারণ বেদ বলিতেছেন- 'রাজসের পরপারে অবস্থান করেন' (যজুঃ ২২।১২)। 'সেই অক্ষর পরম ব্যোমে' (ঋক্ ১০।১২৯।৭), 'তাঁহাকে পরম ব্যোমে গুহায় নিহিত সে জানে' (তৈঃ ২।১)।-এই সকল শ্রুতি পরম স্থানের কথাই বলিতেছেন। পুনরায়, 'বিষ্ণুর পরমদ'-এইভাবে বিষ্ণু হইতে পৃথকভাবে পরমপদের নির্দেশ হেতুও বুঝা যায় এই পরমপদ স্থানরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার 'বিষ্ণু নামক পরমপদ' এই বাক্যেরও উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে বিষ্ণুর স্থানরূপী পরমপদ হইতে অন্য বস্তু 'বিষ্ণু' নামক পরমপদও বিদ্যমান। এই পরমস্থানটি সূরিগণ কর্তৃক সদা দৃশ্যমান তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে ॥২০৭॥

যতীন্দ্রমতদীপিকাকার " যতীন্দ্রমতদীপিকা "য় নিত্যবিভূতি সম্পর্কে বলেছেন -

শ্রুতি প্রমাণে এটি মেনে নেওয়া হয় যে পরমাত্মার দুই

প্রকার বিভূতি রয়েছে: ১. শ্রীবিভূতি (লীলা-বিভূতি) – এই জগৎ, যা ভগবানের লীলাক্ষেত্র। ২. নিত্যবিভূতি – শ্রীভগবানের চিরন্তন, দিব্য ধাম – যেমন বৈকুণ্ঠ।

নিত্যবিভূতিকে আবার শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম বা ত্রিপাদ বিভূতি নামেও অভিহিত করা হয়।

ব্যাখ্যা-

১. লীলা-বিভূতি:

কি এই লীলাবিভূতি? এটি হল সেই জগৎ বা সৃষ্টি, যেখানে ভগবান তাঁর লীলা (আধিভৌতিক কার্যক্রম) সম্পাদন করেন। আমাদের এই বস্তুজগত্ – পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্রলোক, স্বর্গ, পাতাল ইত্যাদি—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

এর বৈশিষ্ট্য:

জড়পদার্থ ও ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ, তম) দ্বারা গঠিত সময়বদ্ধ, পরিবর্তনশীল, এখানে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ বিদ্যমান,এটি ভগবানের ইচ্ছায় সৃষ্টি, সংহার ও রক্ষণ পায়।

কেন একে ‘লীলা-বিভূতি’ বলা হয়? কারণ এই জগতে ভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকাশ করেন—যেমন অবতারগ্রহণ, ভক্তরক্ষা, ধর্মস্থাপন ইত্যাদি।

২. নিত্যবিভূতি:

কি এই নিত্যবিভূতি? এটি হল ভগবানের চিরন্তন, অবিনশ্বর, দিব্য ধাম—বৈকুণ্ঠ—যেখানে ভগবান সর্বদা স্বীয় পার্ষদদের সঙ্গে বিরাজমান।

এর বৈশিষ্ট্য:

এটি শুদ্ধসত্ত্বময়—ত্রিগুণজড়পদার্থ থেকে মুক্ত, এখানে কোনো সময়, মৃত্যু, দুঃখ নেই, এটি চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল, আনন্দময়, ঈশ্বর ও মুক্ত আত্মারা এখানে একত্রে বিরাজ করেন।

কেন একে ‘শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম’ বলা হয়? কারণ এটি জড়তামুক্ত, কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা গঠিত, যা জ্ঞান ও আনন্দপ্রবাহে পূর্ণ।

ত্রিপাদ বিভূতি কেন বলা হয়? উপনিষদ ও শাস্ত্র বলে—ভগবানের বিভূতির তিন চতুর্থাংশ (ত্রিপাদ) অংশই এই নিত্যবিভূতি। “ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈত্ পুরুষঃ”— অর্থাৎ

ঈশ্বরের মূল মহিমা (তিন ভাগ) এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে, এবং সেটাই নিত্যবিভূতি।

"যতীন্দ্রমতদীপিকা" গ্রন্থকার এই বিষয়ে বলেছেন-

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।

এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ॥"

অর্থ: পরমাত্মার এক পাদ (চতুর্থাংশ) বিভূতিতেই সমস্ত জড়ভূত এই জগৎ অন্তর্ভুক্ত। আর বাকি তিন পাদ (ত্রিপাদ) বিভূতি হল দিব্য, অমৃতময় ধাম — অর্থাৎ দিব্য লোক বা নিত্যবিভূতি, যা বৈকুণ্ঠ। এইটুকু হল পরমাত্মার মহিমার পরিচয়, কিন্তু সেই পুরুষ (নারায়ণ) তাঁর এই বিভূতির চেয়েও অধিকতর মহান।

এখন প্রশ্ন হলো " ত্রিপাদবিভূতি 'বৈকুণ্ঠ' " সম্পর্কে আমাদের শ্রুতি শাস্ত্রে কোনো উল্লেখ আছে?

উত্তর হ্যাঁ !

অথর্ববেদান্তর্গত-মহানারায়ণোপনিষদ্ - ২- ১৫ এ বলা হচ্ছে -

ব্রহ্মৈকম্পাদব্যাপ্তমেকমবিদ্যাণ্ডং জায়তে। তত্র তত্ত্বতো

গুণাতীতশুদ্ধসত্ত্বময়োলীলা-গৃহীতনিরতিশয়ানন্দলক্ষণো মায়োপাধিকো নারায়ণ আসীৎ। স এব নিত্যপরিপূর্ণঃ পাদবিভূতিবৈকুণ্ঠ নারায়ণঃ।

অনুবাদ- ব্রহ্মের একপাদে ব্যাপ্ত এক অবিদ্যাকল্পিত অণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই অণ্ডে পরমার্থতঃ সত্ত্বাদি সকল গুণের অতীত হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্বময়, যিনি স্বীয় লীলা দ্বারা নিরতিশয় অনন্দস্বরূপ গ্রহণ কারয়াছেন, সেই মায়া উপাধিযুক্ত নারায়ণ ছিলেন। তিনিই নিত্য পরিপূর্ণ পাদবিভূতি-যুক্ত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ।

ব্যাখ্যা - এখানে ‘ব্রহ্ম’ বলতে একমাত্র পরব্রহ্ম নারায়ণকেই বোঝানো হয়েছে। একপাদ মানে তাঁর জড় জগত (পাদবিভূতি)। ‘অবিদ্যাকল্পিত’ অর্থাৎ এই জগত বা ব্রহ্মাণ্ড সাধারণত ঈশ্বরের লীলা হলেও, জীবাত্মারা যেহেতু অবিদ্যায় আবদ্ধ, তাই তারা এই জগতকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলে মনে করে। জগত ঈশ্বরের শরীর হিসেবে বিদ্যমান । সুতরাং, জগৎ হলো তাঁর ‘বিশেষ’ যা তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

পরমার্থতঃ (অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে) তিনি গুণত্রয় থেকে অতীত, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম– এই তিন প্রকৃতিগত গুণ তাঁকে

স্পর্শ করে না। তবে তিনি ‘শুদ্ধ সত্ত্বময়’, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাঁর মধ্যে লীলাময়ভাবে বিদ্যমান। এটি বৈকুণ্ঠধামের স্বরূপ— যেখানে অজ্ঞতা বা মায়ার প্রভাব নেই। শুদ্ধ সত্ত্ব হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের ধমর্ণ-প্রকাশ বা নিত্য-ধর্ম, যা কেবল পরমেশ্বর ও নিত্য মুক্ত জীবদের মধ্যেই থাকে।

শ্রীমন্নারায়ণ তাঁর নিত্যপরিপূর্ণ অবস্থায় থেকেও লীলার জন্য জগতে অবতরণ করেন। এই অবতরণ বা ‘সৃষ্টিতে প্রবেশ’ তাঁর কোনো বাধ্যতামূলক কর্ম নয়— এটি সম্পূর্ণ লীলাময়, ইচ্ছাময়। এই লীলা তিনি গ্রহণ করেন জীবাত্মার প্রতি করুণা ও কল্যাণস্বরূপ। তাঁর লীলা-প্রবেশেও তিনি অপরিবর্তিত, নিরন্তর পরমানন্দময়।

"সেই মায়া উপাধিযুক্ত নারায়ণ ছিলেন।"

এখানে ‘মায়া উপাধিযুক্ত’ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নিজের উপর মায়ার কোনো প্রভাব পড়তে না দিয়েই, মায়াকে উপাধি হিসেবে ব্যবহার করে জগতে প্রবেশ করেন। এটি ঈশ্বরের ‘অপ্রাকৃত উপাধি’— যা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে না, বরং তাঁর লীলার সহায়। জীব আত্মা মায়ায় আবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কখনোই মায়া-বশ নয়; তিনি তার নিয়ন্তা।

"তিনিই নিত্য পরিপূর্ণ পাদবিভূতি-যুক্ত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ।"

এই বাক্যে ঈশ্বরের প্রকৃত ও স্বরূপ-অবস্থার কথা বলা

হয়েছে। ‘নিত্য’— তিনি চিরন্তন। ‘পরিপূর্ণ’— তিনি সকল গুণ, জ্ঞান, শক্তিতে পরিপূর্ণ। ‘পাদবিভূতি-যুক্ত’— জড় জগত তাঁর একটি অংশ (পাদ) মাত্র, যা লীলার জন্য সৃষ্টি। ‘বৈকুণ্ঠ নারায়ণ’— তিনিই সেই নিত্য-অবিনাশী ধামে বিরাজমান স্বয়ং নারায়ণ, যিনি নিত্যবিভূতির অধিপতি।

মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ৪- ৩ এ বলা হচ্ছে -

পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম তত্রৈকমবিদ্যাপাদং। পাদত্রয়মমৃতং ভবতি। শাখান্তরোপ-নিষৎস্বরূপমের নিরূপিতম্। তমসস্তু পরংজ্যোতিঃ পরমানন্দলক্ষণম্। পাদত্রয়াত্মকং ব্রহ্ম কৈবল্যং শাশ্বতং পরমিতি।

অনুবাদ- ব্রহ্ম পাদচতুষ্টয়াত্মক, তাহার মধ্যে একটি অবিদ্যাপাদ। অন্য পাদত্রয় অমৃতস্বরূপ। শাখান্তরীয় উপনিষদে উক্ত স্বরূপের নিরূপণ করা হইল।

পরম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ অবিদ্যার অতীত। অবিদ্যাপাদব্যতিরিক্ত পাদত্রয়াত্মক-ব্রহ্ম অদ্বৈতাত্মক কৈবল্যস্বরূপ, নিত্য ও পরম উৎকৃষ্ট।

অর্থাৎ - ব্রহ্মের চারটি পাদ এর মধ্যে একটি হচ্ছে এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং বাকি তিন পাদ হচ্ছে ত্রিপাদবিভূতি বৈকুণ্ঠ যাহা অমৃতস্বরূপ।

বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণে এই বৈকুণ্ঠ ধাম সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

যথা - কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদ্ - ৪-৭-

"বৈকুণ্ঠঅপরাজিতা"

মহানারায়ণ উপনিষদ্ (অথর্ববেদ) ২-১-

"ভগবান বৈকুণ্ঠস্য নারায়ণস্য চ নিত্যত্বমুক্তম "

অর্থাৎ - ভগবান নারায়ণ এবং বৈকুণ্ঠ নিত্য।

মহানারায়ণ উপনিষদ্ (অথর্ববেদ) -১-১১-

"নিত্যবৈকুণ্ঠং বিভাতি"

অর্থাৎ -নিত্য বৈকুণ্ঠ বিরাজিত।

মহানারায়ণ উপনিষদ্ (অথর্ববেদ) ২-১৫-

স এব নিত্যপরিপূর্ণঃ পাদবিভূতিবৈকুণ্ঠ নারায়ণঃ।

অর্থাৎ -তিনিই নিত্য পরিপূর্ণ পাদবিভূতি-যুক্ত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ।

বি:দ্র:- এই উপনিষদ্ এ ত্রিপাদ্বিভূতি বৈকুণ্ঠ ধাম সম্পর্কে

বিস্তারিত বর্ণনা আছে। লেখা অতিদীর্ঘ হওয়ার ভয়ে সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলোনা। বৈকুণ্ঠের নিত্যতা, অনিত্যতা অথবা নিত্য বৈকুণ্ঠ এবং একপাদ অভ্যন্তরীণ বৈকুণ্ঠ সম্পর্কে বিস্তারিত এই উপনিষদ্ এ পেয়ে যাবেন।

যথা- ৬-২৩ দ্রষ্টব্য।

যেমন- মহানারায়ণ উপনিষদ্ (অথর্ববেদ)-৬-১৬ এ বলা হচ্ছে - "নিত্যবৈকুণ্ঠ প্রতিবৈকুণ্ঠমিব বিভাতি"

অর্থাৎ - নিত্য বৈকুণ্ঠ এর সামনে মনে করো আরো একটি বৈকুণ্ঠ দাড়িয়ে আছে।

বাসুদেবোপনিষদ্ এর ২ নম্বর মন্ত্রে ও বৈকুণ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।যথা - " বৈকুণ্ঠস্থানাদুৎপন্নং"

আত্মোবোধোপনিষদ্-১ এ নারায়ণের অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপকারী ব্যক্তি কোথায় যাবেন সেই বিষয়ে বলা হচ্ছে-

"বৈকুণ্ঠভবণং গমিষ্যতি"

এই একই কথা "নারায়ণোপনিষদ্"-৪ এ বলা হচ্ছে।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বনমালাবিভূষিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,শুদ্ধস্ফটিক বর্ণ এবং ব্রহ্মের সকল কল্যাণগুণ লক্ষণ যুক্ত নারায়ণের নিত্য ধাম নির্ণয় করা হলো।

৪। শ্রুতিবাক্যে নারায়ণের জন্ম-মীমাংসা।

বেশকিছু শ্রুতিবাক্যে উল্লেখ পাওয়া যায় - বিষ্ণুর জন্ম শিব থেকে হচ্ছে। কোথাও বলা হচ্ছে ব্রহ্মা,বিষ্ণু,মহেশ্বর এনাদের জন্ম সদাশিব থেকে হচ্ছে। যার জন্ম এবং মৃত্যু আছে সে কিভাবে ব্রহ্ম হতে পারে?

এরুপ প্রশ্নের সম্মুখীন প্রায়ই আমাদের হতে হয়। তাহলে এর মীমাংসা কিরুপ হওয়া চাই?

প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া উচিৎ; পরমেশ্বর কি জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর - হ্যাঁ সেই পরমেশ্বর অজন্মা হয়ে ও জন্মগ্রহণ করেন।

যথা - শ্রুতি প্রমাণে -

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (শুক্ল যজুর্বেদ-৩১-১৯,তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩/১৩/১)

অনুবাদ:সেই পরমেশ্বর যদিও জন্মরহিত তথাপিও তিনি বহুপ্রকারে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন আবার অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে - তিনিতো জন্মরহিত। তাহলে তিনি আবার জন্মগ্রহণ করেন কিভাবে? এইটা স্ববিরোধী কথা হলোনা?

উত্তর - না স্ববিরোধী হলোনা। তার জন্ম সাধারণ জীবের মতো নয়। তার জন্ম হচ্ছে দিব্য জন্ম। নিজের ইচ্ছে অনুসারেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

যথা - "অদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়তি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/৩)

অনুবাদ:সেই সৎস্বরূপ (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন আমি বহু হয়ে জন্মগ্রহণ করবো।

রামানুজাচার্য ওনার গীতাভাষ্যে (৪-৬)ঈশ্বরের জন্ম নিয়ে বলেছেন -

অজত্ব (জন্মরহিত) অব্যয়ত্ব (নাশ রহিত) এবং সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরীয় নিজ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া, নিজ প্রকৃতিতে স্থিত থাকিয়া নিজ মায়া দ্বারা 'আমি আবির্ভূত হই। 'প্রকৃতি' শব্দ এস্থলে 'স্বভাব' বুঝাইতেছে। নিজ স্বভাবে স্থিত থাকিয়া, নিজ দিব্যরূপ অবলম্বন করিয়া নিজ ইচ্ছাতেই আমি অবতরণ করিয়া থাকি।

বেদাদি শাস্ত্রবাক্য হইতেই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের বিষয় জানা যায়

"সূর্যের মত বর্ণবিশিষ্ট এবং অন্ধকার হইতে বহুদূর" (যজুর্বেদ ৩১।৩৮)- (এই বাক্যে নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত

অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময় রূপ বলা হইল)। 'রজঃ বা মূল প্রকৃতি হইতে বহু দূরে নিবাসকারী' (সামবেদ-১। অধ্যায়, ২ খণ্ডে, ৪র্থ অনু-চ্ছেদ, ২)। 'এই সূর্যের মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে' (ছাঃ উঃ ১।৩৩৩)। 'সেই বিদ্যুৎবর্ণ পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষে উৎপন্ন হইয়াছে' (যজুঃ-৩২।২)।

'তিনি জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা, সর্বকর্তা, সর্বকাম সর্বরসরূপ' (ছাঃ উঃ-৩।১৪।২)। 'সেই পরমপুরুষের বর্ণ যেন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের মতন' (বৃ: উ: ২।৩০৬) ইতাদি বাক্য বেদে সুপ্রসিদ্ধ।

আত্মমায়য়া অর্থাৎ নিজ মায়া দ্বারা। 'মায়া বয়নং জ্ঞানং' এই প্রমাণ দ্বারা মায়া শব্দ এস্থলে জ্ঞানবাচী। উপযুক্ত স্থলে এইরূপ অর্থের প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন 'শ্রীভগবান নিজ মায়া দ্বারা সকল প্রাণীর শুভাশুভ অবগত থাকেন। সুতরাং, 'আত্ম-মায়য়া সম্ভবামি' নিজ মায়া দ্বারা আবির্ভূত হই-এই সকল বাক্যের অভিপ্রায়-নিজ জ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ নিজ সঙ্কল্প দ্বারা আবির্ভূত হই।

অতএব, এই শ্লোকের তাৎপর্য-আমি অপহতপাপ মত্ব

(সর্বদোষরহিত) প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণগুণযুক্ত থাকিয়া এবং সম্পূর্ণ ঐশ্বরীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই নিজের রূপকে নিজ সঙ্কল্পানুগুণ স্বেচ্ছায় দেব-মনুষ্যাদি আকারে পরিণত করিয়া সেই দেবাদিরূপে আবির্ভূত হই।

এই অভিপ্রায় অনুগুণ 'অজত্ব' শ্রুতিতে দেখা যায়। "পরমেশ্বর জন্মরহিত হইলেও বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন" অর্থাৎ অবতীর্ণ হন। শ্রীভগবান অন্যান্য জীবের ন্যায় সাধারণের ন্যায় কর্মপরবশরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছায় উক্ত প্রক্রিয়ানুসারে অর্থাৎ নিজ সঙ্কল্প অনুসারে দেবাদিরূপে অবতীর্ণ হন, ইহাই তাৎপর্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর তার নিজ ইচ্ছেতেই জন্মগ্রহণ করেন বা আবির্ভুত হন।

তাইতো শ্রুতিতে বলা হচ্ছে -

ঋগ্বেদ-১-১৫৬-২ এ বলা হচ্ছে -

যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।

যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোডিযুজ্যং চিদভ্যসৎ। ২॥

এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্যের বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া

হলো -

যিনি নিত্য, যিনি বহু পূর্বকালেও ছিলেন, যিনি জগতের স্রষ্টা, যিনি সদা নবীন, যিনি অত্যন্ত মনোহর, যিনি নিজে থেকেই (কারোর দ্বারা উৎপন্ন না হয়ে) উৎপন্ন, যিনি সব জগতের সৃষ্টি ও ধারণকারিণী লক্ষ্মীর স্বামী, সেই বিষ্ণুকে যিনি হব্য (যজ্ঞাহুতি) প্রদান করেন, এবং যিনি এই মহান ঈশ্বর বিষ্ণুর শ্রদ্ধেয় জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাঁরাই সেই মহান অবস্থান (ঈশ্বরের নিকটতা) লাভ করেন।

-এইচ এইচ উইলসন -

যিনি অতীত কালের, চিরন্তন, জগতের স্রষ্টা, সর্বদা নবীন, অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, স্বয়ম্ভূ, সমস্ত জগতের উৎপত্তিতে সদা নিযুক্ত ও লক্ষ্মীদেবীর স্বামী সেই বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি হব্য (যজ্ঞের আহুতি) প্রদান করে, এবং যিনি এই মহান বিষ্ণুর পূজনীয় জন্মবৃত্তান্ত (হিরণ্যগর্ভ আদি রূপে তাঁর প্রকাশ) কীর্তন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন।

-রামগোবিন্দ ত্রিবেদীর ব্যাখ্যার বাংলা অনুবাদ:

যে ব্যক্তি প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নবীন এবং নিজে উৎপন্ন অথবা জগৎকে মোহিতকারী স্ত্রীর (লক্ষ্মীর) অধিকারী বিষ্ণুকে হব্য (যজ্ঞের আহুতি) প্রদান করে; এবং যে

মহান বিষ্ণুর পূজনীয় আদিকালের কাহিনি বলে, শুধুমাত্র তারাই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে।

-ড. গঙ্গাসাহায় শর্মার ব্যাখ্যার বাংলা অনুবাদ:

যাঁরা চিরন্তন, জগতের স্রষ্টা, সর্বাধিক নবীন এবং নিজে উৎপন্ন বিষ্ণুকে হব্য অর্পণ করেন, এবং যাঁরা এই মহাপুরুষের পূজনীয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, কেবল তাঁরাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য অর্জন করেন।

এই শ্রুতি মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কাহারো থেকেই জন্মগ্রহণ করেন না। বরঞ্চ তিনি নিজে থেকেই উৎপন্ন হোন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে -

তাহলে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে অন্যদেবতা থেকে নারায়ণের জন্ম কথনের কারণ কি?

উত্তর - অন্যদেবতা থেকে নারায়ণের জন্ম কথা উল্লেখ থাকিলেও এখানে তার পারমত্বের কোনো ক্ষতি হয় না। কোথাও কোথাও ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণুর জন্মকথন অন্যদেবতা থেকেও থাকতে পারে। কারণ ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণু, আদিনারায়ণ এর একপাদ তথা

লীলাবিভূতিতে অবস্থান করে জগৎ পালনাদি কর্ম করিয়া থাকেন। এমনকি এই ত্রিদেবের উৎপত্তি যেই মহাবিষ্ণু থেকে, তিনিও সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি আদিনারায়ণ এর অংশ।

শ্রুতিতে বলা হচ্ছে -

মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ৩-৫-

বাংলা অনুবাদ:

"ব্রহ্মার যে স্থিতিকাল ও প্রলয়কাল, তা আদিনারায়ণের অংশ থেকে উদ্ভূত মহাবিষ্ণুর এক দিন ও রাতের সমান।"

অর্থাৎ সেই পরমব্রহ্ম আদিনারায়ণ এর ও অংশ হচ্ছে ত্রিদেব তথা চতুর্বূহ্যের অধিপতি মহাবিষ্ণু।

আর সেই মহাবিষ্ণুর থেকেই ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণুর উৎপত্তি।

তাইতো শ্রুতিতে বলা হচ্ছে -

তেখণ্ডেষু সর্ব্বেঘেকৈকনারায়ণাবতারো জায়তে।

(অথর্ববেদান্তর্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ২-১৬)

অনুবাদ - সেই সেই সকল অণ্ডসমূহে এক একজন নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এখানে এক একজন নারায়ণ বলতে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি নারায়ণকে বুঝাচ্ছে।

এই নারায়ণ বা বিষ্ণুই বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন কল্পে রুদ্র, সদাশিব ইত্যাদি দেবতা থেকে উৎপন্ন হোন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় - রুদ্র, সদাশিব এইগুলা হচ্ছে ব্রহ্মবাচক শব্দ। আর শ্রুতিতেই বলা হচ্ছে - সকল প্রকার ব্রহ্মবাচক নামের অধিপতি নারায়ণ।

যদি ধরেও নেই এই রুদ্র শৈবদের আরাধ্যই। এতেও কোনো সমস্যা নেই । কারণ এই রুদ্র বা সদাশিব রুপ স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই ।

যথা -

নারায়ণ উপনিষদ্ - ২ এ বলা হচ্ছে -

"শিবশ্চ নারায়ণ"

অর্থাৎ শিব ও নারায়ণ।

এই একই কথা বিভিন্ন শ্রুতিতে দেখা যায়। যথা -

সুবালোপনিষদ্ - ৬-১,২,৩

অথর্ববেদান্তার্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ২-১৬

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শিব শব্দে নারায়ণকেই অভিহিত করা হচ্ছে অথবা শিবের রুপটিও নারায়ণেরই।

আবার শ্রুতিতেই বলা হচ্ছে -

অথর্ববেদান্তার্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ১-১১-

"সমস্তব্রহ্মবাচক বাচ্যঃ"

অর্থাৎ - সেই আদিনারায়ণই সমস্তব্রহ্মবাচক শব্দের অভিধেয়।

আবার -

"স্বানন্দময়ানন্তা-চিন্ত্যবিতব আত্মান্তরাত্ম। পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা তুরীয়া-ত্মেত্যাদিবাচকবাচ্যো"

অর্থাৎ - তিনি আনন্দস্বরুপ, তিনি অচিন্তনীয়, তিনি অন্তরাত্মা, তিনি পরমাত্মা, তিনি জ্ঞানাত্মা, তুরীয়াতীত ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শব্দের অভিধেয়।

অর্থাৎ - যতগুলা ব্রহ্মবাচক শব্দ আছে ঐ সবগুলোর দ্বারায় এক পরমেশ্বর নারায়ণেরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বিশ্লেষণ করলেও " রুদ্র, শিব " ইত্যাদি শব্দে নারায়ণকেই ঐসব শব্দে ডাকা হচ্ছে বলে

ধরে নিতে হয়। এবং বিষ্ণুর জন্ম নিয়ে যেসব শ্রুতিবাক্য কথিত আছে ঐসব শ্রুতিবাক্যে বিভিন্ন ব্রহ্মবাচক শব্দে নারায়ণেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

এইরুপ মীমাংসা করলে শ্রুতিবাক্যের কোনো স্ববিরোধী ভাব হয়না। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হচ্ছে "সুমজ্জানয়ে বিষ্ণু"।

আর ব্রহ্মের জন্ম বলতে অন্যান্য দেবতা বা সাধারণ মনুষ্যদের মতো জন্ম নয় কখনোই। যেখানে যেখানে বিষ্ণুর জন্মের উল্লেখ রহিয়াছে, ঐসব স্থানে বিষ্ণুর অবতরণ ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রাদি প্রমাণ দেখতে পাই - রামচন্দ্র - মাতা কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করছেন। তাই বলে কি মাতা কৌশল্যা রামচন্দ্রের ও ঈশ্বর? তা কখনোই নয়।

"জগতামুপকারায় ন সা কর্মনিত্তজা "

অর্থাৎ - ভগবান শ্রীবিষ্ণু জগতের উপকার হেতুই অবতরণ করেন।

আরেকটি কথা ! পরমব্রহ্ম আদিনারায়ণ তার নিত্যরুপে ত্রিপাদবিভূতি নিত্যধামে সদা অবস্থান করেন। তার রুপের কখনো পরিবর্তন করেন না। তিনি সর্বদা সেই নিত্যরুপেই অবস্থান করেন। কিন্তু এই একপাদ

লীলাবিভূতিতে লীলাকার্য পরিচালনার্থে তিনি বিভিন্ন রুপে অবতার গ্রহণ করেন।

৫।নারায়ণের পারমত্ব খণ্ডন করে এরুপ শ্রুতিবাক্যের মীমাংসা

১) নারায়ণের ধ্যান করা যাবেনা এরুপ শ্রুতিবাক্যের মীমাংসা।

শরভ উপনিষদ-এর কিছু মন্ত্রকে ভিত্তি করে কিছু ব্যক্তি এবং সংগঠন ভগবান নারায়ণের পরমত্ব খণ্ডনের অপচেষ্টা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী শরভ উপনিষদ ৩০ নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"যেহেতু শিবই একমাত্র সত্য, তাই বিষ্ণু ও অন্যান্য সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র শিবেরই উপাসনা করা উচিত; তিনিই মুক্তিদাতা।"

এই বক্তব্যকে তারা শ্রুতিবাক্য হিসেবে মেনে, নারায়ণের ধ্যান নিষিদ্ধ বলার চেষ্টা করে। কিন্তু এধরনের বিশ্লেষণ

সম্পূর্ণরূপে একপাক্ষিক এবং বিকৃত। কারণ:

শ্রুতিতে যে কোন দেবতার প্রশংসামূলক বাক্য “বিধি” নয় বরং “স্তুতিমূলক”। যেমন—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং..." — এটি অগ্নির প্রশংসা, উপাসনার নির্দিষ্ট বিধান নয়।

শরভ উপনিষদের যে উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করা হয়, তা কোনো নির্দেশমূলক ধ্যান নিষেধ নয়, বরং একপ্রকার প্রশংসা বাক্য।

শরভ উপনিষদের প্রারম্ভেই বলা হয় - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র— এদের মধ্যে কার ধ্যান করলে সর্বোচ্চ ফল লাভ হয়।

এখানে যিনি 'বিষ্ণু' নামে উল্লেখিত, তিনি হলেন ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণু, যিনি স্বয়ং পরমব্রহ্ম আদিনারায়ণের অংশ মহাবিষ্ণুর ও গুণাবতার।

সেই পরমপুরুষ আদিনারায়ণই যে নিত্য, সত্য ইত্যাদি শব্দে ভূষিত ইহা আমি পূর্বেই প্রমাণ করছি। এবং তিনিই যে শিব আদি শব্দে অভিহিত অথবা শিব আদি রুপের ও অন্তর্যামী ইহাও আমরা পূর্বেই শ্রুতি প্রমাণে সিদ্ধ করেছি।

আর শরভ উপনিষদে কৈলাশপতি,ত্রিলোচণ, এক মাথা ওয়ালা শিবের উল্লেখই রয়েছে।

আর বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণে দেখা যায় শিব কখনো কখনো

ব্রহ্মার থেকে জাত হোন। আবার কখনো কখনো সেই লীলাবিভূতিতে অবস্থিত বিষ্ণুর থেকেই জাত হোন।

যথা শ্রুতি প্রমাণে -

অথ পুনরেব নারায়ণঃ সো'ন্যাতকামো মনসা গ্যয়তা।

তস্য ধ্যানন্তঃ স্থস্য লালাট্টাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃপুরুষো জয়তে।

বিভ্রাশ্চর্যং যশঃ সত্যং ব্রহ্মচর্যং তপো বৈরাগ্যং মন ঐশ্বর্যং সপ্রাণভা ব্যাহৃতয়া গ্রাগ্যজুঃসামথর্বংশংসীং সার্বণ্দাসিং।

তস্মাদীষানো মহাদেবো মহাদেবঃ ॥ (মহো: ৭)

অনুবাদ :অতঃপর, তিনি (বিরাটপুরুষ) ভগবান নারায়ণ তাঁর অন্তর থেকে আরেকটি ইচ্ছা পোষণ করিলেন। তার ইচ্ছের ফলে, তিন চোখ এবং তার হাতে একটি ত্রিশূল ধারণ করা একজন পুরুষ তার কপাল থেকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহিমান্বিত পুরুষের দেহে খ্যাতি, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বৈরাগ্য, নিয়ন্ত্রিত মন, শ্রীসম্পন্নতা ও ওঁ কার , ঋগ, যজুঃ, সাম, অথর্ব ইত্যাদি চারটি বেদ ও সমস্ত মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ কারণে তিনি ঈশান ও মহাদেব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে - শরভ উপনিষদে উল্লিখিত রুদ্র পরমেশ্বর নারায়ণের কপাল থেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

যাইহোক এরকম অনেক শ্রুতি প্রমাণ আছে। যেখানে দেখা যায় যে শিবের জন্ম নারায়ণ অথবা ব্রহ্মা থেকে হয়েছে। আবার যদি আমরা " তুরীয়াতীত উপনিষদ্ " - ১ এ দেখি, সেখানে বলা হচ্ছে -

" পিতামহ ভগবন্তং পিতরংআদিনারায়ণম্"

অর্থাৎ - ব্রহ্মাজীর পিতা ভগবান আদিনারায়ণ।

এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মার পিতাও হচ্ছেন পরমব্রহ্ম আদি নারায়ণ।

যেই আদিনারায়ণ এর নির্দিষ্ট রুপ আছে, ধাম আছে তিনি অন্যকোনো দেবতার গুণবাচক শব্দ হতে পারেন না।

তাহলে শরভ উপনিষদ্ এ উল্লেখিত রুদ্র শব্দে কাকে বুঝাচ্ছে?

সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণকেই।

কারণ তিনিই সকল প্রকার ব্রহ্মবাচক শব্দের অভিধেয়।

যথা -

অথর্ববেদান্তার্গত মহানারায়ণ উপনিষদ্ - ১-১১-

"সমস্তব্রহ্মবাচক বাচ্যঃ"

অর্থাৎ - সেই আদিনারায়ণই সমস্তব্রহ্মবাচক শব্দের অভিধেয়।

আবার -

"স্বানন্দময়ানন্তা-চিন্ত্যবিতব আত্মান্তরাত্ম। পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা তুরীয়া-ত্মেত্যাদিবাচকবাচ্যো"

অর্থাৎ - তিনি আনন্দস্বরুপ, তিনি অচিন্তনীয়, তিনি অন্তরাত্মা, তিনি পরমাত্মা, তিনি জ্ঞানাত্মা, তুরীয়াতীত ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শব্দের অভিধেয়।

আবার শিব ও নারায়ণ ! অর্থাৎ শিব রুপটাও যে নারায়ণের এরুপ অনেক শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যথা-

নারায়ণ উপনিষদ্ - ২ এ বলা হচ্ছে -

"শিবশ্চ নারায়ণ"

অর্থাৎ শিব ও নারায়ণ।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে শিবের রুপ এবং নাম দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণই অভিধেয়।

তাহলে নারায়ণের ধ্যান নিষিদ্ধ কেন বলা হলো?

উত্তরঃ নিষিদ্ধ বলা হয়নি।

আমি প্রথমেই বলেছি " শরভ উপনিষদে বিষ্ণু " শব্দে ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণুকে বুঝিয়েছে। এতে কোথাও পরমব্রহ্ম নারায়ণের পারমত্ব খণ্ডন হচ্ছেনা।

শরভ উপনিষদের বাক্যটি শুধু প্রশংসাবাক্য। শ্রুতি সর্বত্র স্পষ্ট করে নারায়ণের ধ্যানের প্রশংসাই করেছে।

কারণ - শ্রুতি বলতেছে -

নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ - ১৩ - ৪।।

অনুবাদঃ- নারায়ণ হলো পরমজ্যোতি তিনিই হলেন সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরম আত্মা। নারায়ণ হলেন পরমব্রহ্ম, সেই নারায়ণই হলেন সর্বোচ্চ পরমতত্ত্ব। নারায়ণই হলেন পরমধ্যাতা, তিনিই হলেন পরমধ্যান।

আত্মবোধ উপনিষদ - ২ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - শোকমোহাদি পরিহার পূর্বক এবম্ভূত বিষ্ণুর ধ্যান করিবে।

গোপালতাপনীয়োপনিষদ্ - পূর্বভাগ - ৫০ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ঠ পরব্রহ্ম, এ নিমিত্ত তাঁহার ধ্যান, রসন, অর্চ্চণ এবং ভজন করিবে ।

গোপালতাপনিয়োপনিষদ্ - উত্তর বিভাগ - ৫৯,৬১,৬২ এ পরমেশ্বর নারায়ণ বলছেন -

অনুবাদ - আমার ধ্যান করিলে শীঘ্র মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - কোনরুপের ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে?

এর উত্তরে বলা হচ্ছে -

শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযু

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশাঙ্গ পদ্মগদান্বিতং ॥ ৬১ ॥

সুকেয়ুরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতং।

দ্যুমৎকিরীটবলয়ং স্ফ রন্নকরকুণ্ডলং। ৬২॥

অনুবাদ- তদনন্তর আমার হৃদয়স্থ শ্রীবৎস চিহ্ন ও প্রভাযুক্ত কৌস্তুভমণি ধ্যান করিবে, পরে শঙ্খ চক্র গদা শার্স ও পদ্ম-যুক্ত ভুজচতুষ্টয়কে ভাবনা করিবে ॥ ৬১॥

অনুবাদ-তৎপরে সেই বাহুচতুষ্টয় অঙ্গদযুক্ত ও মালাশোভিত কণ্ঠকে ধ্যান করিবে। তৎপশ্চাৎ দীপ্তিশালি ধুকুট ও মক-রাকতি কণ্ডলকে স্মরণ করিবে ॥ ৬২ ॥

আবার, গোপালতাপনী-পূর্ববিভাগ-৬১ এ ধ্যান সম্পর্কে বলা হচ্ছে -

শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তভং প্রভয়া যুতম্।

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্জ পদ্মগদান্বিতম্ ॥৬১।

অনুবাদ-পরে চিন্তা করিবে তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং দ্যুতিশালী কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাঁহার চারিটি হাত, সেই চারি হাতের তিন হাতে শঙ্খ,

চক্র, গদা ও অপর হাতে শাঙ্গ ধনুঃ ও পদ্ম আছে। ৬১।

এই শ্রুতি গুলোয় সরাসরি পরমব্রহ্ম নারায়ণের ধ্যান এর কথা উল্লেখ আছে। এবং সেই ধ্যান কোন রুপের সেইটাও উল্লেখ আছে। এগুলো থেকে প্রমাণিত হয় " নারায়ণের" ধ্যান করতে শ্রুতি বাঁধা দেননি। বরঞ্চ তার চতুর্ভুজ রুপের ধ্যান করলে শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তি হয় এরুপ বর্ণনাই আছে।

সুতরাং - শরভ উপনিষদ্ এ উক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবলমাত্র প্রশংসা বাক্যই ধরে নিতে হবে। আর ঐ প্রশংসা বাক্য স্বয়ং নারায়ণেরই। কারণ ঐ রুদ্র নাম এবং রুপটি তারই।

শরভ উপনিষদ্ থেকে " নারায়ণের ধ্যান করা যাবেনা " এরুপ মিথ্যাচার খণ্ডিত হলো।

২) বিষ্ণু ভস্মের মহিমা জানেন না ! এইরুপ শ্রুতি বাক্যের মীমাংসা।

বৃহজ্জাবাল উপনিষদের একটি অংশে আমরা একটি বিশেষ কাহিনী পাই, যেখানে বিষ্ণুদেব স্বয়ং শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন— "আমি যদি ভস্মের মহিমা না-ই জানি, তাহলে আপনার (শিবের) প্রকৃত মহিমা কীভাবে জানব?" এই উক্তিকে অনেকেই গ্রহণ করেন বিষ্ণুর

অজ্ঞতা বা শিবের ঊর্ধ্বতনতা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের জন্য আমাদের এই শ্লোকের পেছনে থাকা তাত্ত্বিক ও ভক্তিমূলক প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে।

পূর্বে বহুবার আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, সৃষ্টির একপাদ বিভূতিতে লীলাকার্য পরিচালনার জন্য পরম নারায়ণ নিজেকে ত্রিগুণময় জগতে তিনটি রূপে প্রকাশ করেন – ব্রহ্মা (রজোগুণ), বিষ্ণু (সত্ত্বগুণ) ও রুদ্র (তমোগুণ)। এই তিন রূপ 'গুণাবতার' নামে পরিচিত। বিষ্ণু, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লীলার নিমিত্তে প্রকাশিত গুণাবতার হিসেবে, কখনো কখনো তার নিজের স্বরূপ শিবের প্রশংসা করেন – যিনি সঙ্কর্ষণ এর প্রকাশ। এই প্রশংসা লীলা ও ভক্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে।

ভক্তের সম্মানার্থে ঈশ্বর কখনো নিজেকে ভক্তের নিচে রাখেন – এটিই ভক্তিমার্গের অন্যতম সৌন্দর্য। সেইরূপ এই বৃহজ্জাবাল উপনিষদে বিষ্ণুর উক্তিকে লীলারূপেই গ্রহণ করতে হবে।

তবে এখানে একটি গভীর তাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠে আসে: যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি কীভাবে একটি সাধারণ ভস্মের মহিমা জানবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই বিভিন্ন

শ্রুতিসংগ্রহে, যেখানে নারায়ণের সর্বজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত।

যেমন:

"পতিং বিশ্বস্য আত্মা ঈশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥"

— (মহানারায়ণ উপনিষদ ১০-১৩-৩ / তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-৩)

বিশ্লেষণ:

পতিং বিশ্বস্য – যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্তা।

আত্মা ঈশ্বরং – যিনি জীবজগতের অন্তর্যামী ও নিয়ামক ঈশ্বর।

শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ – যিনি চিরন্তন, মঙ্গলময় ও অপতিত।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং – সেই নারায়ণ যিনি ‘মহাজ্ঞেয়’, অর্থাৎ চূড়ান্ত জ্ঞেয় সত্তা।

বিশ্বাত্মানং – যিনি সমস্ত জগতের অন্তঃস্থ আত্মা।

পরায়ণম্ – যিনি সর্বোচ্চ গতি, পরম উদ্দেশ্য।

এখানে ‘মহাজ্ঞেয়ং’ শব্দটি এই স্পষ্ট করে দেয় যে, নারায়ণ এমন এক পরম সত্তা যাঁকে জানলে সমস্ত

কিছুই জেনে নেওয়া হয়। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

শাস্ত্রানুসারে, শ্রুতিবাক্য দ্বারা কখনো অন্য শ্রুতিবাক্যের খণ্ডন হয় না — বরং সেখানে 'সামঞ্জস্য' খুঁজে পাওয়া উচিত। তাই বৃহজ্জাবাল উপনিষদের উক্তিকে সর্বজ্ঞ নারায়ণের অজ্ঞতা বলে নয়, বরং লীলার প্রয়োজনে আত্মপ্রবঞ্চনা বা ভক্তরঞ্জন হিসেবেই বুঝতে হবে।

ত্রিপাদ্বিভূতি বৈকুণ্ঠধামে অবস্থানকারী পরম নারায়ণ এইসব লীলাবিভূতির ও ঊর্ধ্বে। তিনি স্বয়ং সমস্ত জ্ঞানের আধার, চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তিনি যখন এই একপাদ লীলাবিভূতিতে অবতরণ করেন, তখন নিজেই বিভিন্ন লীলা করেন, এবং এই লীলায় কখনো নিজেকে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ করেন – এটাই তাঁর সুপ্রচণ্ড শক্তির অংশ।

তাই বৃহজ্জাবাল উপনিষদের উক্তিকে নারায়ণের অজ্ঞতা নয়, বরং তাঁর ভক্ত-ভাবনাপূর্ণ লীলারূপেই মান্য করা উচিত। পরম নারায়ণ সর্বজ্ঞ – এই সত্য শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত। সেইসাথে, ঈশ্বরের লীলা স্বরূপে সৃষ্ট জগতের নানা বিচিত্র কাহিনীকেও সঠিকভাবে তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

নারায়ণ
বিপ্লব চন্দ্র রায়
NARAYANSHRA